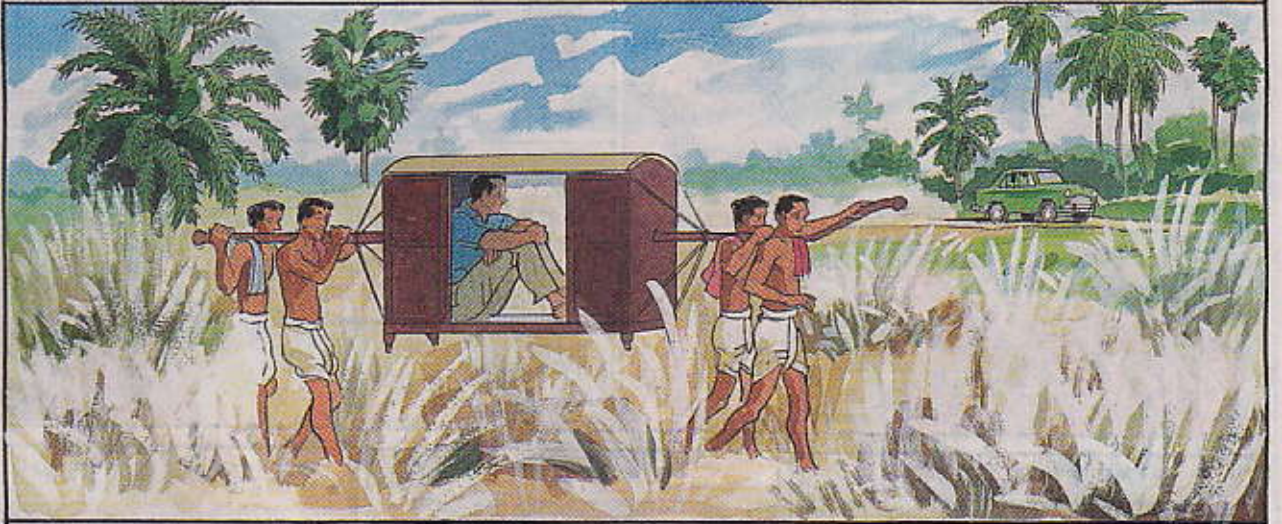


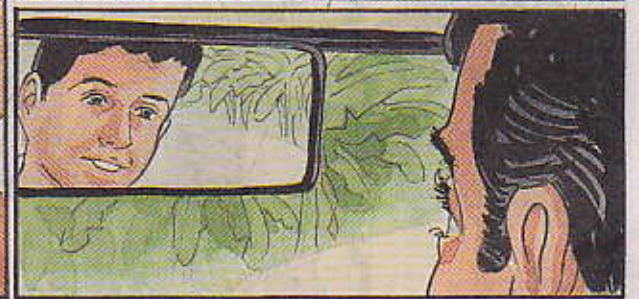
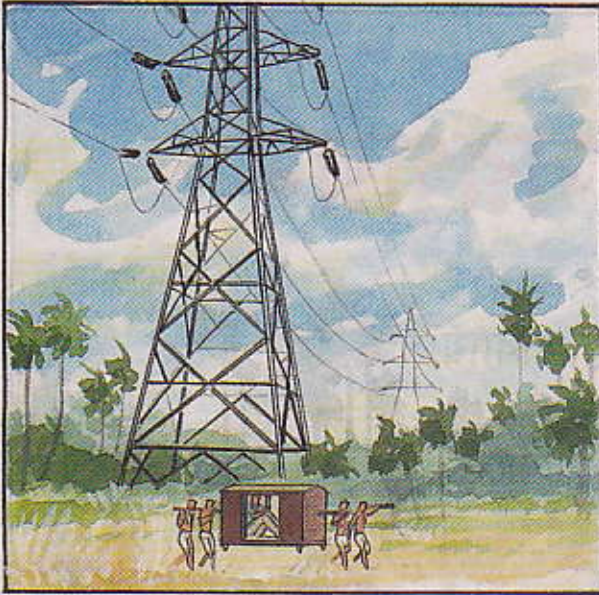
ফেলুদা কমিক্স

গোঁসাইপুর সরগরম

কাহিনি: সত্যজিৎ রায়

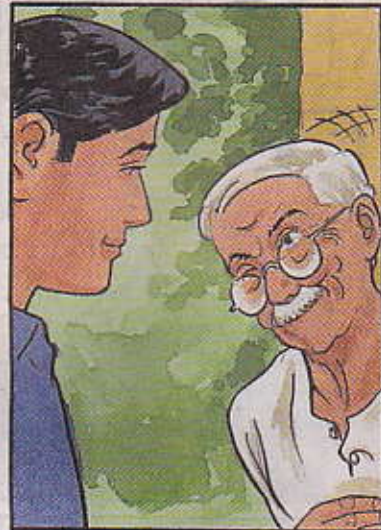
ছবি: অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়







আলাপ করিয়ে দিই,
তুলসীচরণ দাশগুপ্ত। প্রদোষ
মিত্র... তপেশ মিত্র।

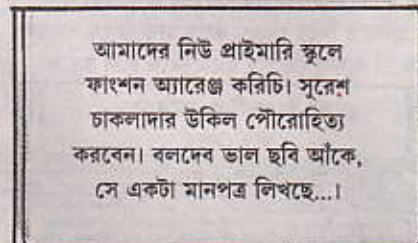


আপনার পরিচয় গোপন রেখেছি। আপনি হলেন
ট্রিস্ট। হোল লাইফ ক্যানাডায় কাটিয়েছেন। দেশে
ফিরে পাড়াগাঁ দেখার শখ হয়েছে।

আপনার বাড়িতে ক্যানাডা
সম্বন্ধে তথ্যগালা বই
আছে আশা করি?



কোনও চিন্তা নেই। আর
গাঙ্গুলিভায়া কে কিন্তু একটু স্বস্তি
পোয়াতে হচ্ছে। পরশু অর্থাৎ শুক্রবার
সংবর্ধনা দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে।

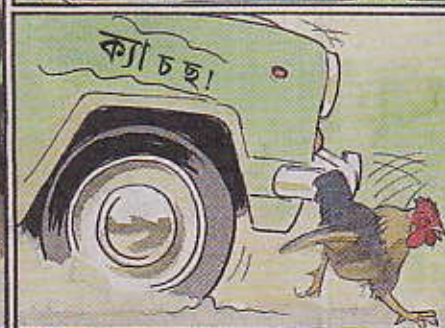
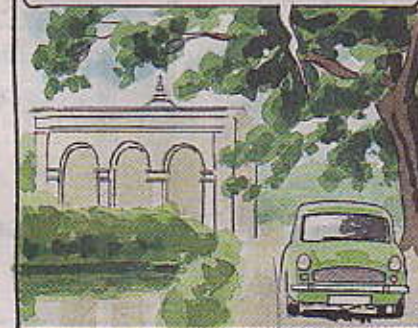


আমাদের নিউ প্রাইমারি স্কুলে
ফাংশন অ্যারেঞ্জ করিচি। সুরেশ
চাকলাদার উকিল পৌরোহিত্য
করবেন। বলদেব ভাল ছবি আঁকে,
সে একটা মানপত্র লিখছে...।



ভাষাটা অবিশ্যি আমার।

অলংকারের আবার বাড়াবাড়ি।



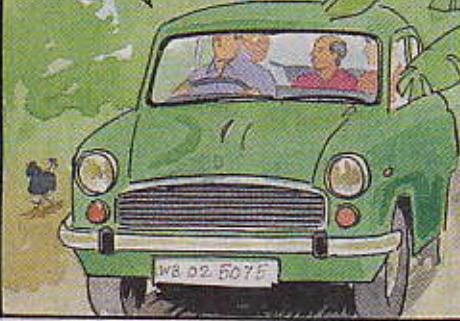
কাঁচ ছা!



সরি!

তা এসব ব্যাপারে একটু তো বাড়িবাড়ি হবেই। তোমার মতো সাকসেসফুল অর্থর আর ক'টা এসেছে বলেও এখানে?

আসবার পথে একটা পালকি দেখলাম। এদিকে পালকি ব্যবহার হয় নাকি?



শুধু পালকি? আপনি বিগত যুগের কোন জিনিসটা চান বলুন? পাইক-বরকন্দাজ? পাবেন! হকোবরদার? পাবেন! টানা পাখা? লক্ষ-পিদিম-পিলসুজ? পাবেন!



কিন্তু এখানে তো ইলেকট্রিসিটি আছে দেখছি।

সব জায়গাতেই আছে। কেবল যেখানে সব চাইতে বেশি থাকার কথা, সেখানেই নেই।

কোথায় মশাই?



মল্লিকদের বাড়ি।



মল্লিক মানে শ্যামলাল মল্লিক?

ওই একটাই তো মল্লিক গোঁসাইপুরে।



এখেনকার জমিদার ছিলেন ওঁরা। দুর্লভ মল্লিকের নামে বাঘে-গোরুতে একঘাটে জল খেত। শ্যামলাল তাঁর ছেলে।

কিন্তু ইলেকট্রিসিটির উপর রাগ কেন?



জমিদার উচ্ছেদ হওয়ার পর কলকাতায় গিয়ে প্লাস্টিকের ব্যবসায় টাকা করছিল। একদিন অন্ধকারে হাতড়ে ঘরের সুইচ জ্বালতে গিয়ে খোলা তারে হাত লেগে ছলছুল ব্যাপার, হাসপাতালে থাকতে হয়েছে...। ব্যবসা ছেলের হাতে দিয়ে চলে আসে।

এসেই ইলেকট্রিক কানেকশন কেটে দেয়?





শুধু সে হলে না হয় হত।
সেই সঙ্গে মর্জান যুগের
সবকিছু বাতিল করে দেয়।
একটা গাড়ি ছিল।
বেচে দিয়েছে।



একটা পুরনো পালকি বাড়িতেই ছিল, সেটাকে সারিয়ে
নিয়েছে। তার জন্য চারটে বেয়ারা বহাল হয়েছে।
বিলিতি ওয়ুধ যা ছিল সব নর্দমায় ফেলে দিয়েছে।
এখন ওনলি কবরেজি।

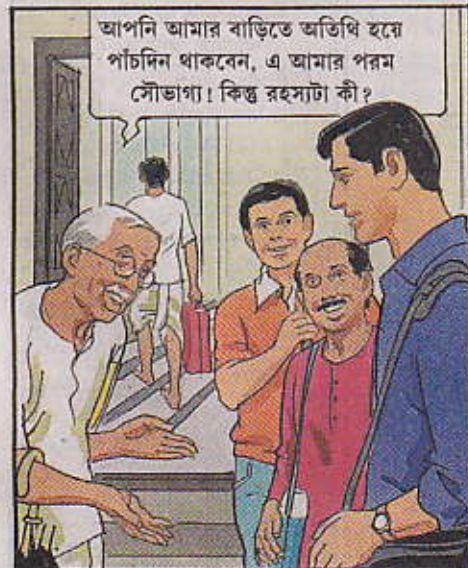


ফাঁকডালে তারক কবরেজের
কপাল ফিরে গিয়েছে। ...এসে
গিয়েছি। এই মাঠটার ভূলে দিন।



এখানে যখন এসেছেন, আলাপ হবে নিশ্চয়ই!

...আমি এসেছি ওঁর ছেলের কাছ
থেকে তলব পেয়ে। ওঁদের ওখানে
ধাকার অসুবিধে, তাই
লালমোহনবাবুকে বলায়...



আপনি আমার বাড়িতে অতিথি হয়ে
পাঁচদিন থাকবেন, এ আমার পরম
সৌভাগ্য! কিন্তু রহস্যটা কী?



বলছি... আমি চা এনেছি... ব্যবহার
করলে খুশি হব।

বেশ! গঙ্গাকে বলে
দিচ্ছি। ও এখন
করে নিয়ে আসবে...

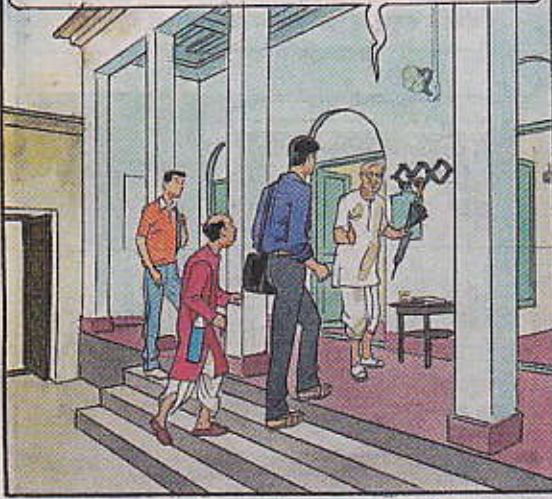


শ্যামলাল মল্লিককে খুন করার
চেষ্টা চলেছে বলে কোনও খবর
কানে এসেছে কি?

খুন করার কথাই যদি হয়...
সে তো ঘরেই রয়েছে!

কীরকম?

ওই যিনি আপনাকে তলব দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে
বাপের বনিবনা নেই একদম।



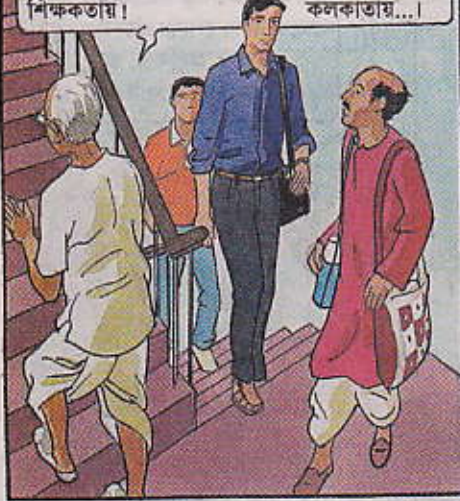
অবিশ্যি আমি জীবনলালকে দোষ দিই
না। ওরকম উদ্ভট খেয়াল যে বাপের,
তাকে কোন ছেলে মানবে?



দাদাবাবু ভাল চা এনেছেন
কলকাতা থেকে।
করে নিয়ে আয়!



এ বাড়ি বানিয়েছিলেন ঠাকুরদা। বাপ-ঠাকুরদা
দু'জনেই মোস্তারি করতেন। আমি গোলাম
শিক্ষকতায়। কলকাতায়...

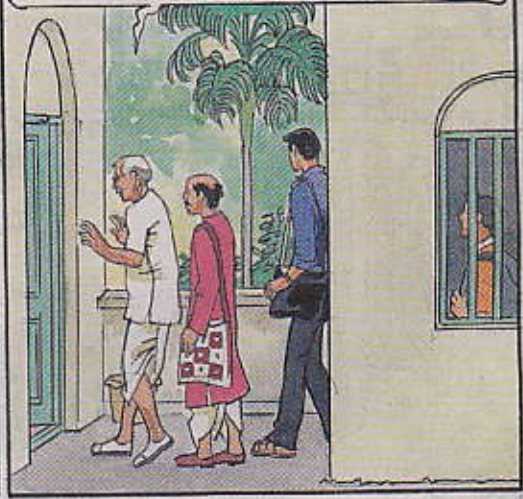


আমার স্ত্রী কলকাতায়
থাকতেই মারা যায়।
মেয়ের বিয়ে হয়ে গিয়েছে।
থাকে আজিমগঞ্জে। দু'
ছেলে থাকে কলকাতায়।
চাকরি করে...

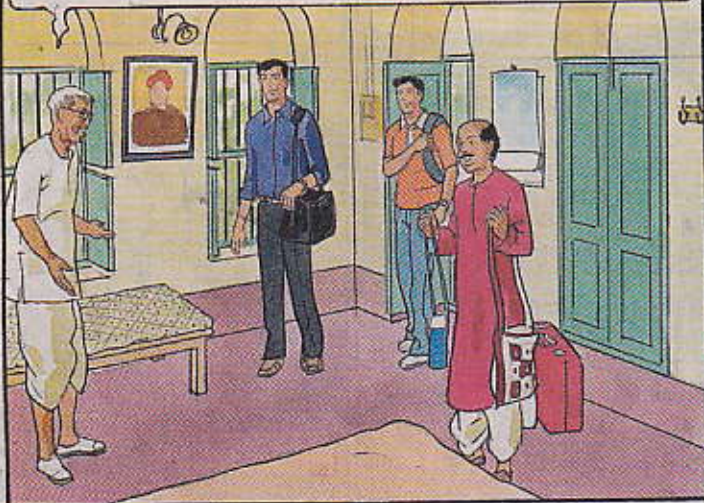


একা থাকতে
অসুবিধে হয় না?

পাড়াগায়ে একা মনে হয় না। এখানে
মেলামেশাটা অনেক বেশি।



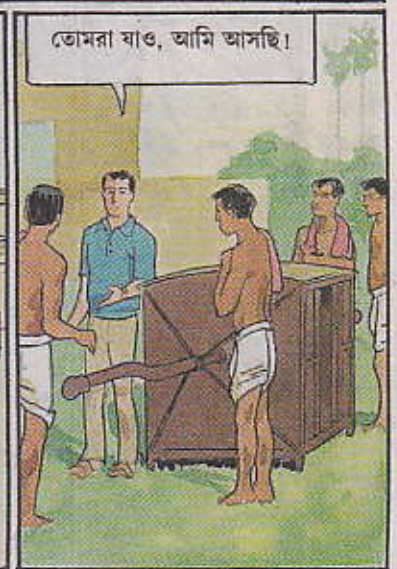
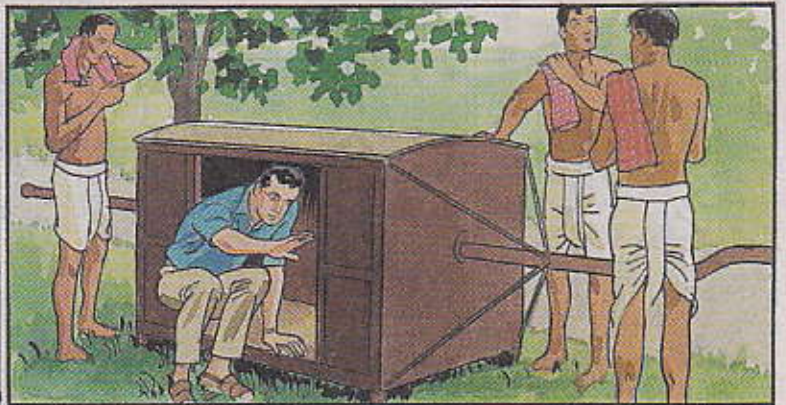
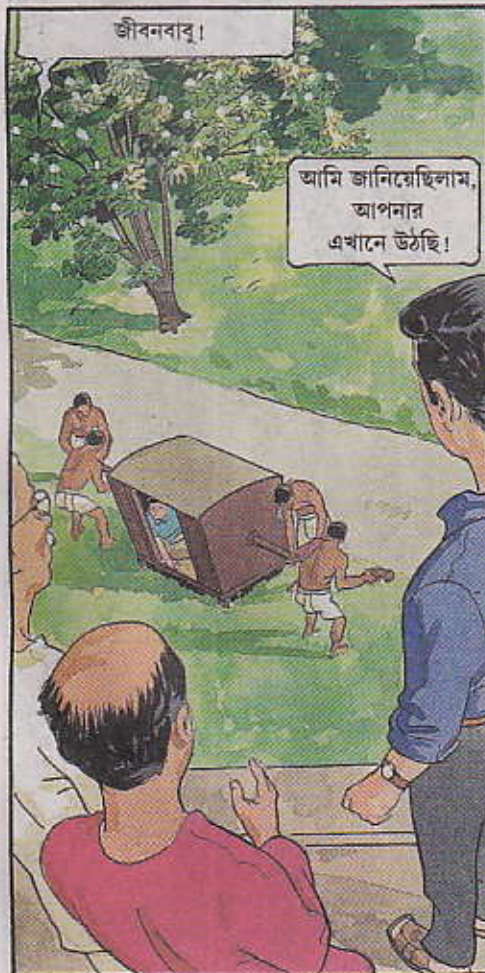
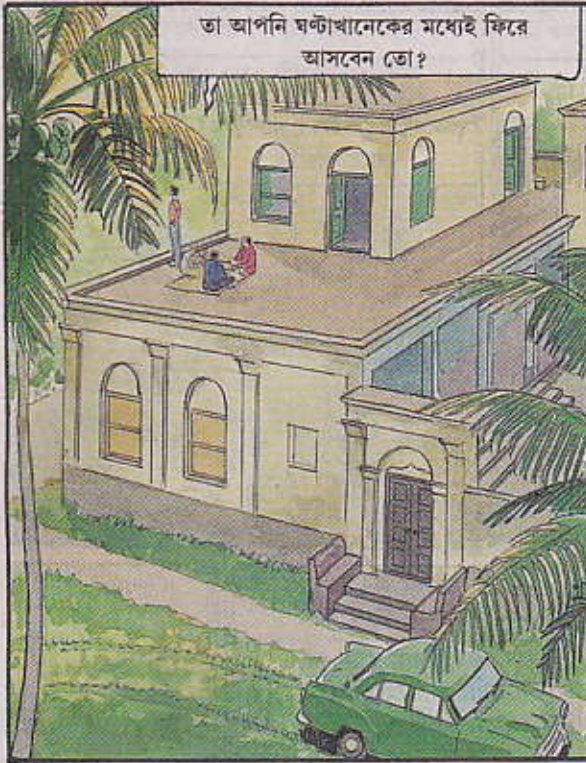
মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনি নিয়ে বছরে একবার আসে। এই ঘরেই থাকে।
ছেলেরাও মাঝেমধ্যে আসে।



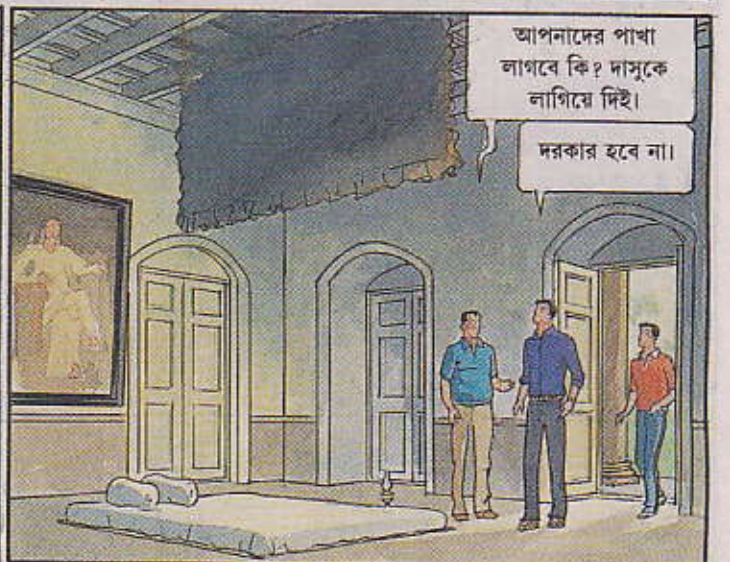
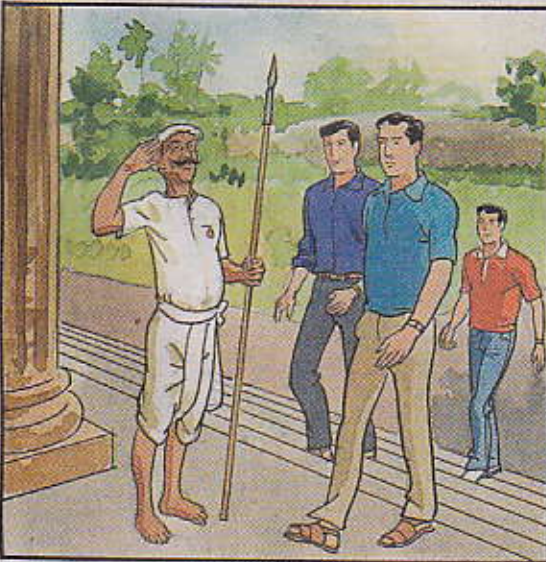
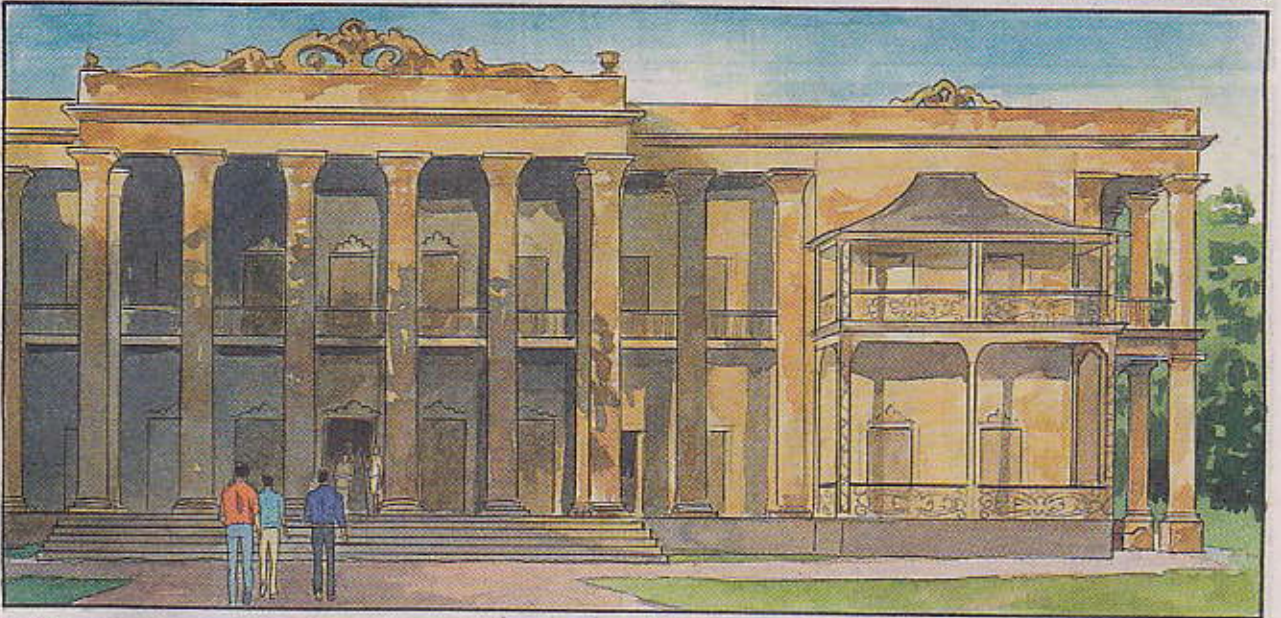
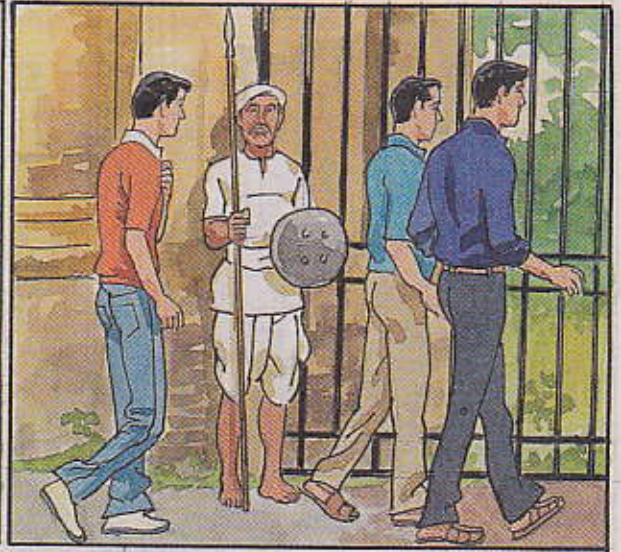
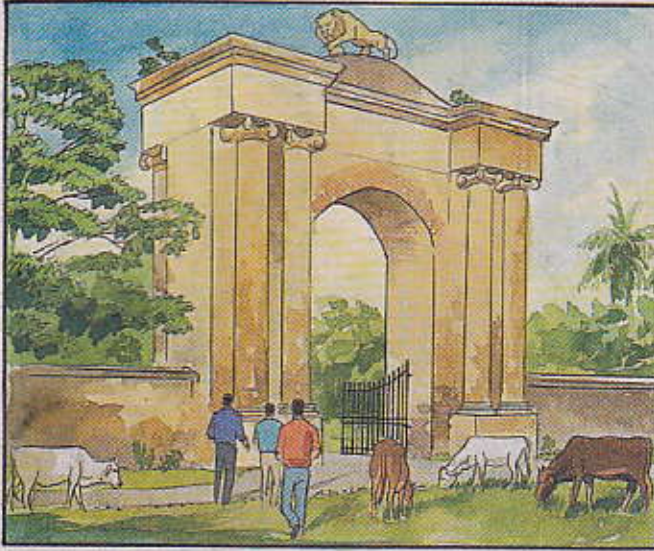
জীবনবাবুকে বলে রেখেছি
পাঁচটা দেখা করব।

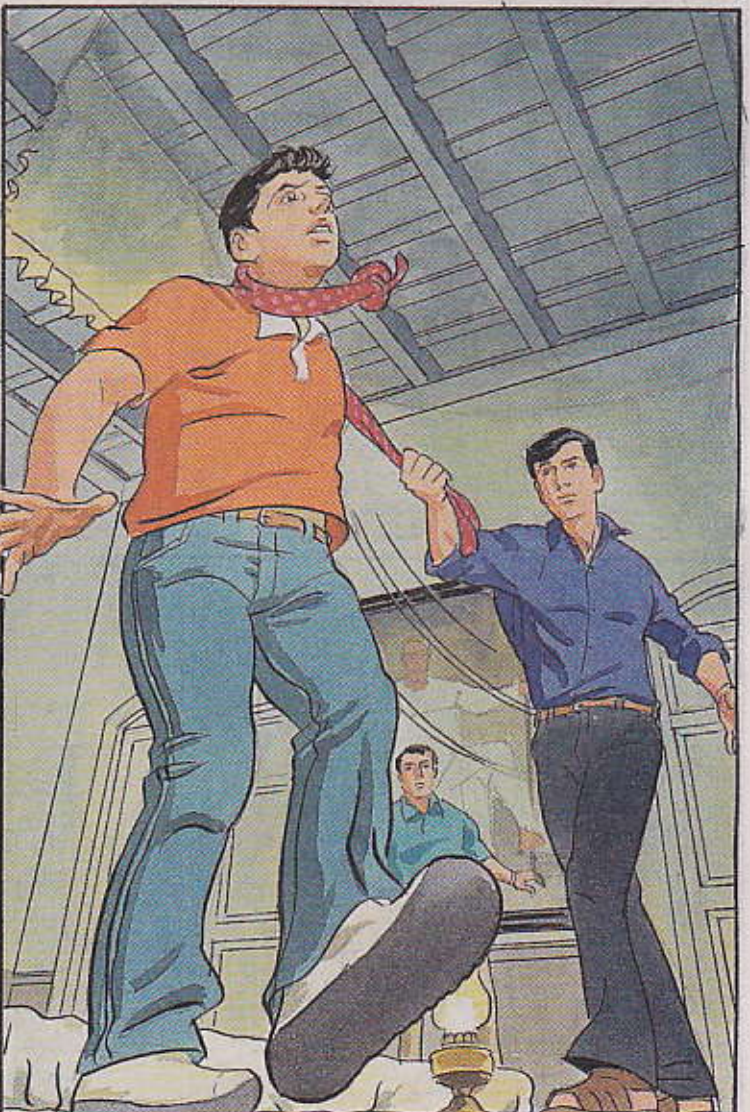
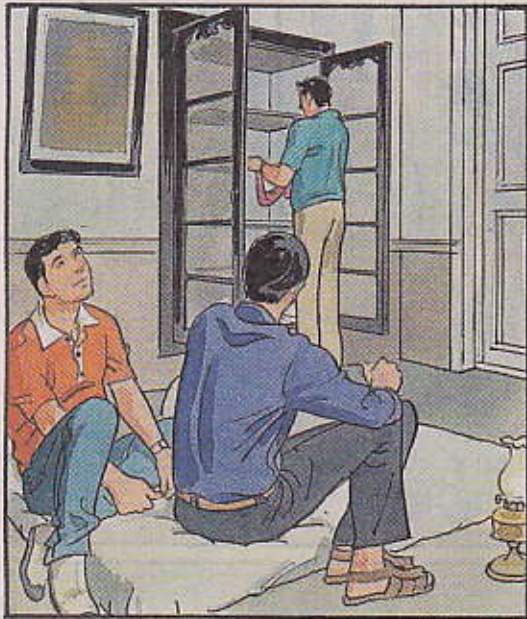
পাঁচ-সাত মিনিটের হটাৎপথা
তবে গাদুলিভায়ায় ছাড়ি
নে। কিছু লোক আসবে...
একটু সদালাপ করতে চায়
সাহিত্যিকের সঙ্গে।



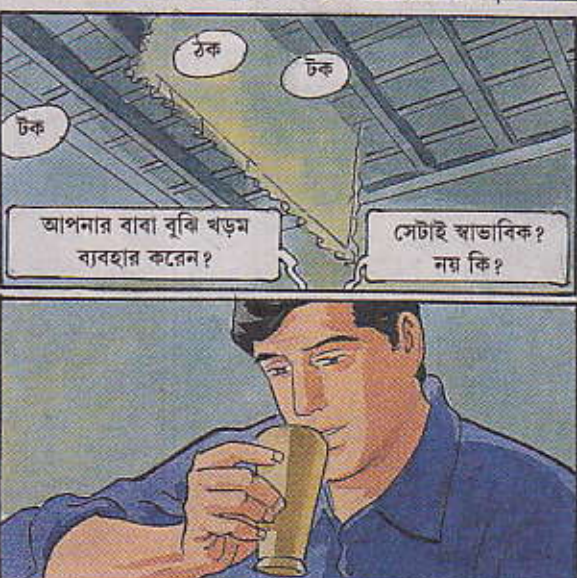






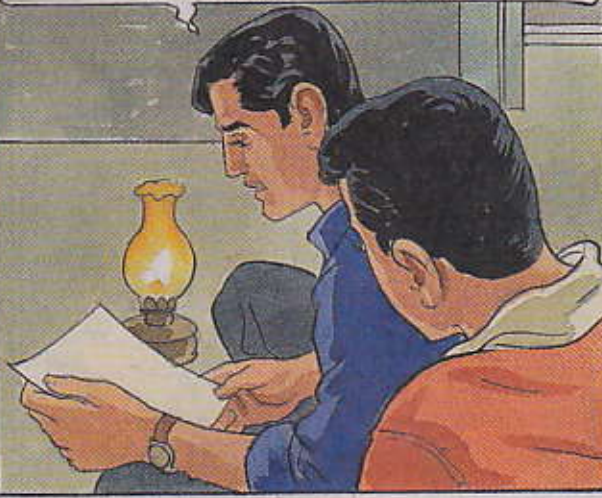








তোমার পূর্বপুরুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ডের
আদেশ হইল। অতএব প্রস্তুত থাকো।



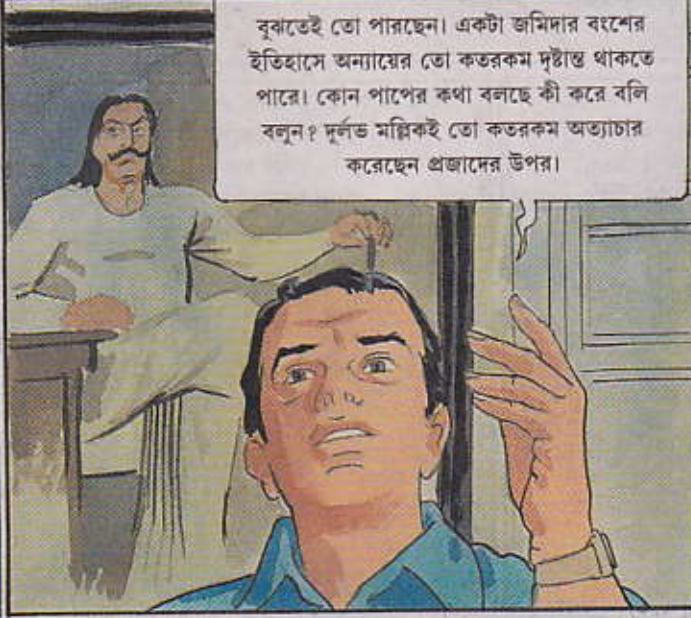
এটা এসেছে ৫ অক্টোবর। আমি আসার
দু'দিন আগে। পোস্ট করা হয়েছিল
কাটোয়া থেকে। এখান থেকে যে কেউ
গিয়ে ডাকে ফেলে আসতে পারে।



কিছু মনে করবেন না, পূর্বপুরুষের
পাপটা কী, সে ব্যাপারে কিছু
আলোকপাত করতে পারেন?



বুঝতেই তো পারছেন। একটা জমিদার বংশের
ইতিহাসে অন্যায়ের তো কতরকম দৃষ্টান্ত থাকতে
পারে। কোন পাপের কথা বলছে কী করে বলি
বলুন? দুর্লভ মল্লিকই তো কতরকম অত্যাচার
করেছেন প্রজাদের উপর।



এটা রাখতে পারি?

নিশ্চয়ই।



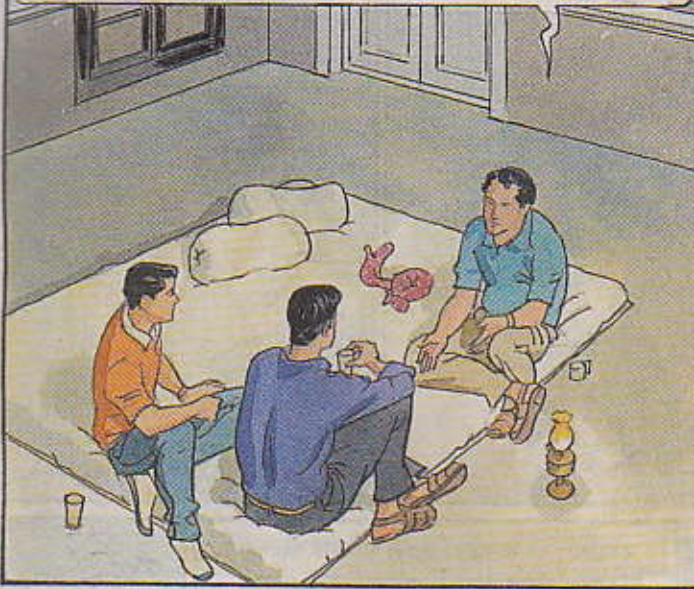
পুলিশে খবর দিলেন না কেন?



দু'টো কারণে। এক, এখানে আপনাকে কেউ চিনবে না। তাই যে লোক হুমকি
দিয়ে সে সাবধানতা অবলম্বন করার তাগিদ অনুভব করবে না।

দুই, পুলিশ এলে প্রথমে
আমাকে সন্দেহ করবে।
বাবার এই অদ্ভুত
পরিবর্তনের পর থেকে
আমার সঙ্গে তাঁর
বনিবনা নেই।

...এটা ঠিক যে ইলেকট্রিক
শকের ফলে বাবা মানসিক
শকও পেয়েছিলেন
সাংঘাতিক।

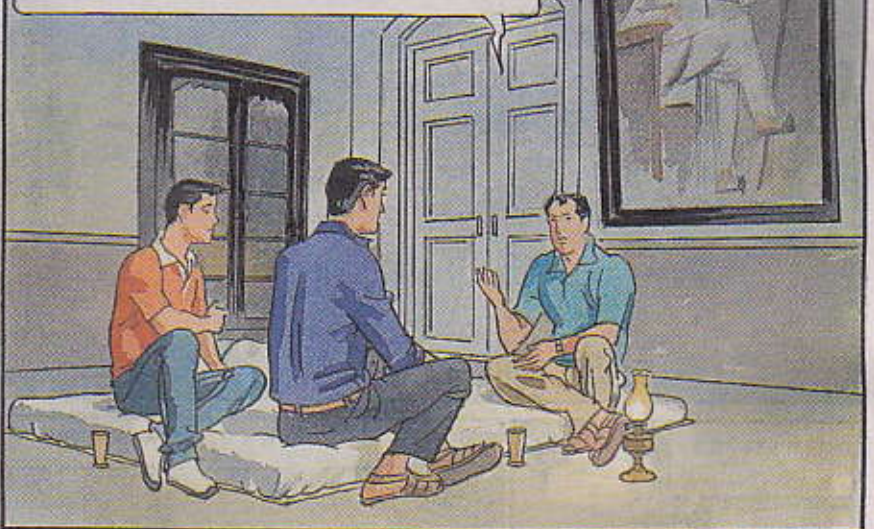


পাঁচ বছর আগে। আমি আর বাবা আপিস
থেকে ফিরে একসঙ্গে ঘরে ঢুকি।
অন্ধকারে বাতি জ্বালতে গিয়ে...

ঘটনাটা কবে ঘটে?

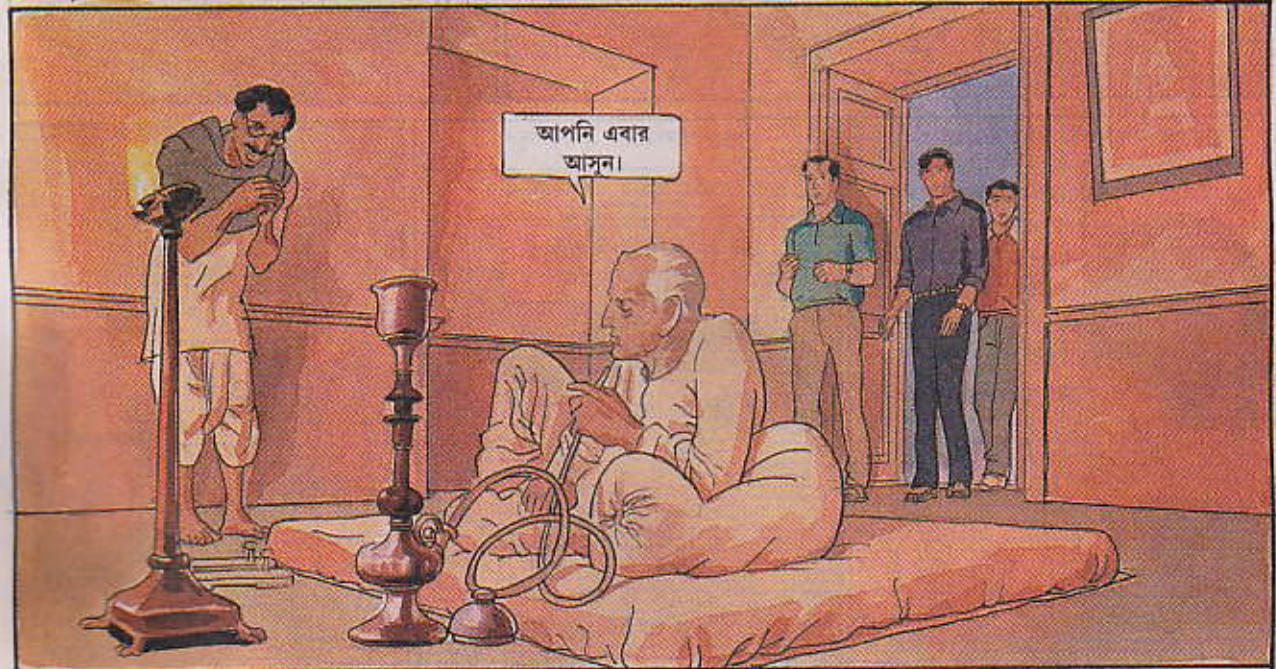
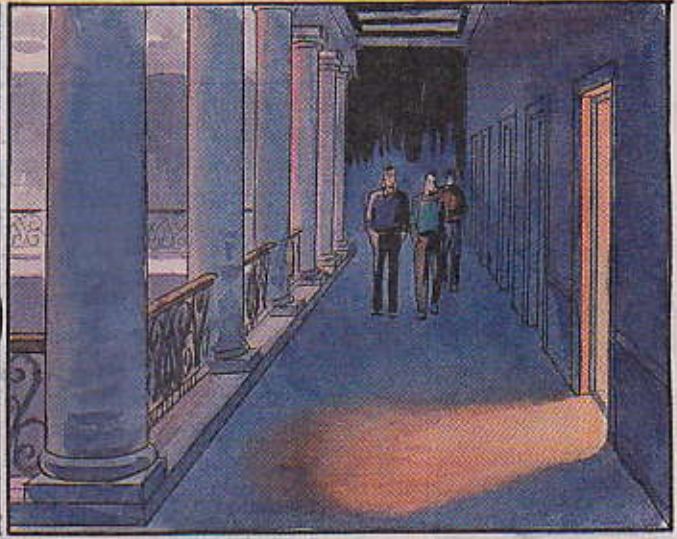


একটা খোলা ভারে বাবার হাত আটকে যায়। বাইরে ছিল
মেন সুইচ। পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে অফ করি।
তবু কেন জানি বাবার ধারণা হয় যে, আমি ব্যাপারটা
আরও তাড়াহাড়ি করতে পারতাম।



...যাই হোক, এখানে এলেই কথা
কাটাকাটি হয়। একবার তো রেগে
গিয়ে একটা জ্বলন্ত ল্যাম্প ছুড়ে ফেলে
দিই। ফরাসে আগুন-টাগুন ধরে
কেলেকারি ব্যাপার।
খবরটা রটে যায়। তারপর থেকে সবাই
জানে, শ্যাম মল্লিকের সঙ্গে ছেলের
সাপে-নেউলে সম্পর্ক।







কবিরাজমশাই, তারক চক্রবর্তী!

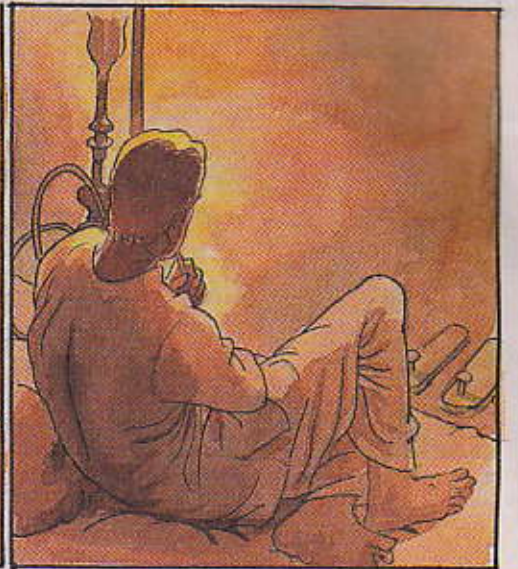
হেঁ হেঁ।



বাবা, ইনি প্রদোষচন্দ্র মিত্র... গোয়েন্দা...
কলকাতা থেকে...



এই চক্রান্তের কিনারা গোয়েন্দার কন্মো নয়। শত্রু ঘরেই
আছে। একথা দুর্লভ মল্লিকের আত্মা বলে দিয়েছেন।
কাগজে লেখা আছে। আত্মা ত্রিকালজ্ঞ। জ্যোন্ত মানুষ
সাহেবি কেতাব পড়ে তার চেয়ে বেশি জানবে কী করে?



তুমি কি মৃগাক্ষ ভট্টাচার্যের বাড়িতে
গিয়েছিলে?

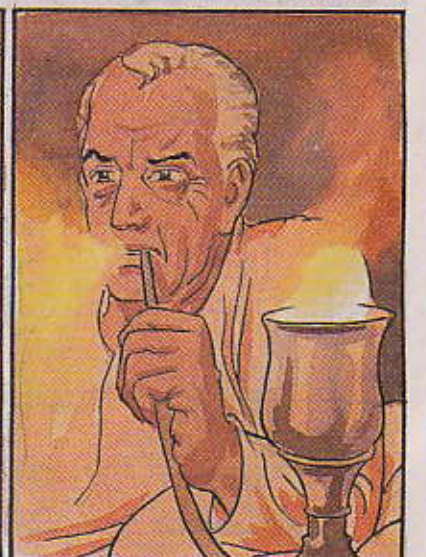
আমি যাব কেন? সে
এসেছিল। আমি
ডেকেছিলাম। আমাকে
এইভাবে বিরত করেছে
কে, সেটা আমার জানার
ছিল। এখন জেনেছি।

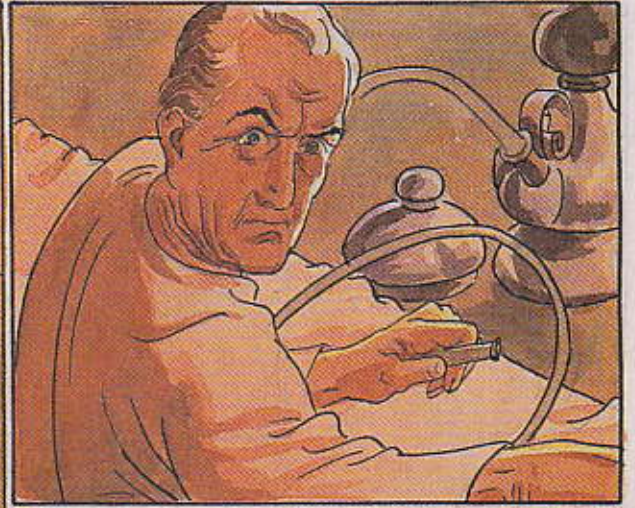


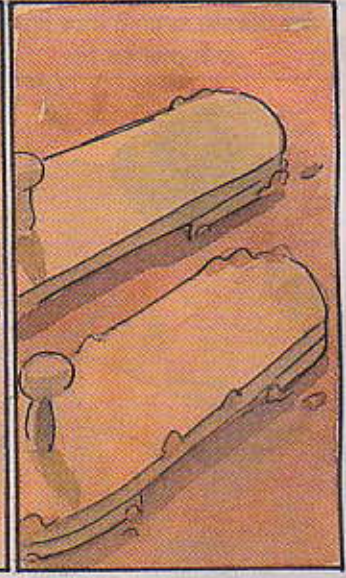
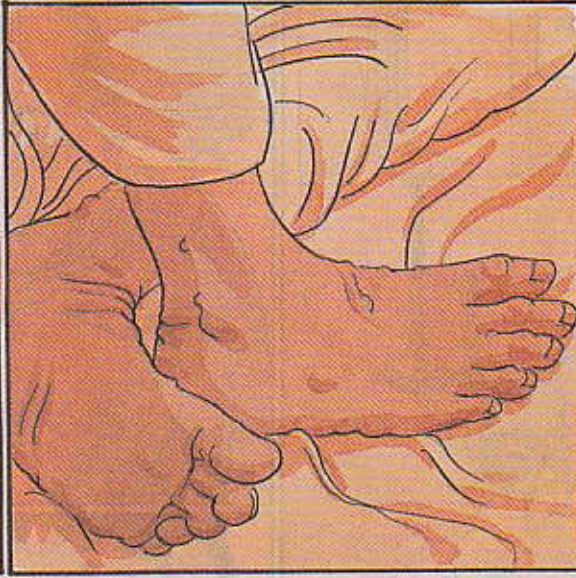
কবে এসেছিলেন মৃগাক্ষবাবু?

তুমি আসার আগের দিন।

কই, তুমি তো আমাকে বলোনি?





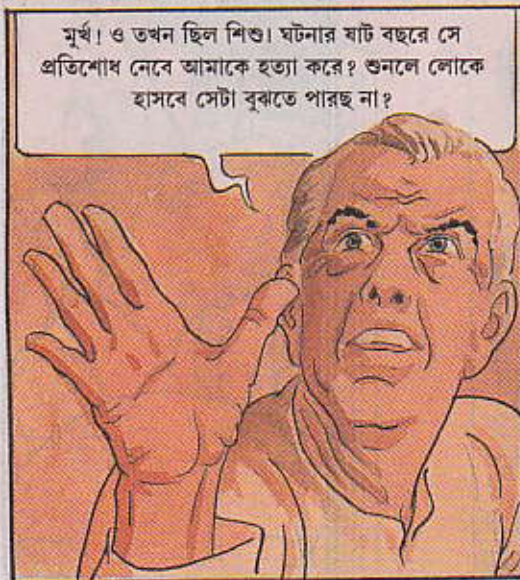


তুমি আমাকে
চলে যেতে
বলছ?

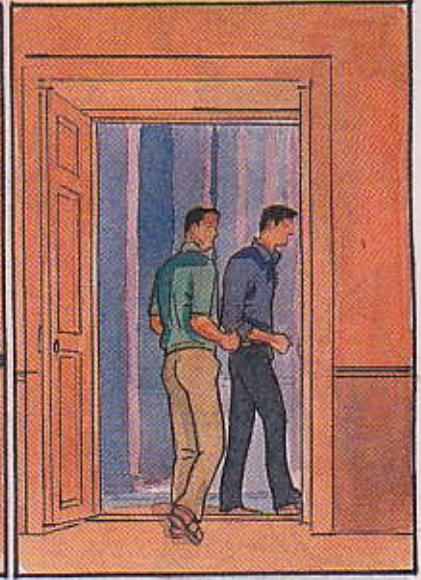
আমি কি
তোমাকে আসতে
বলেছি কোনও
দিন?



বাবা, তুমি আমার চেয়ে ভোলানাথবাবুর উপর
বেশি আস্থা রাখছ? ...ওঁর বাবা খাজনা দিতে
দেরি করায় দুর্লভ মন্ডিকের লোক গিয়ে তাঁর
ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আর...



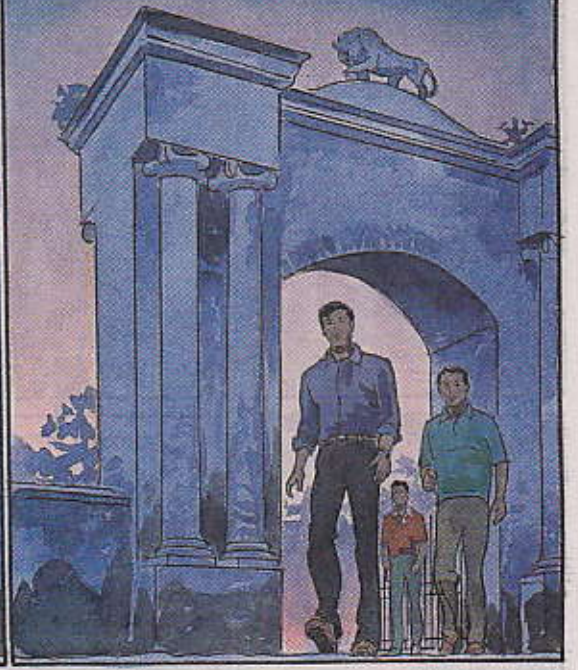
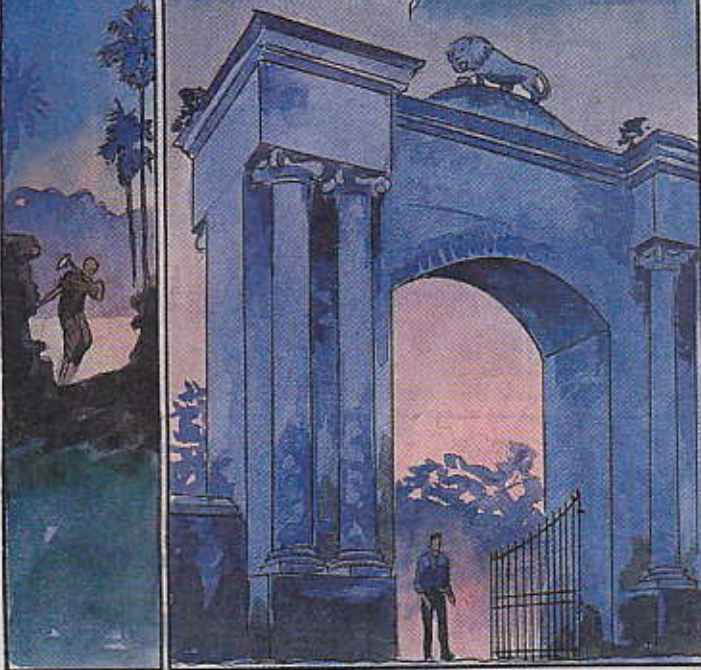
মুখ! ও তখন ছিল শিশু। ঘটনার ষাট বছরে সে
প্রতিশোধ নেবে আমাকে হত্যা করে? শুনলে লোকে
হাসবে সেটা বুঝতে পারছ না?



আপনাকে যেভাবে অপমানিত হতে হল, তার জন্য আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

গোয়েন্দাদের এসব ব্যাপারে লজ্জাবোধ থাকে না জীবনবাবু। এখানে এসে আদৌ আপশোস হচ্ছে না। আপনি চিন্তা করবেন না।

হুমকি-চিঠি পড়ে ভোলানাথবাবুর কথা মনে হচ্ছে বলেই কিন্তু সন্দেহটা আরও বেশি করে আপনার উপর পড়ছে।



এগুলো যখন আসে আমি তখন কলকাতায় মিঃ মিত্রের।

আপনার কোনও অনুচর যে নেই এখানে, সেটা কী করে জানব জীবনবাবু?

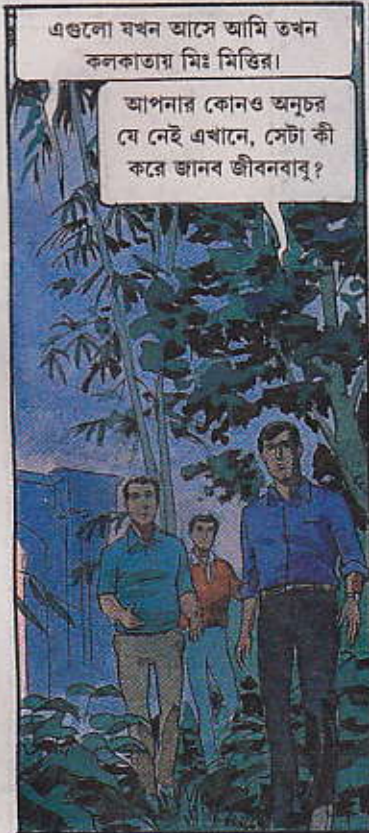
আপনিও আমাকে সন্দেহ করছেন?

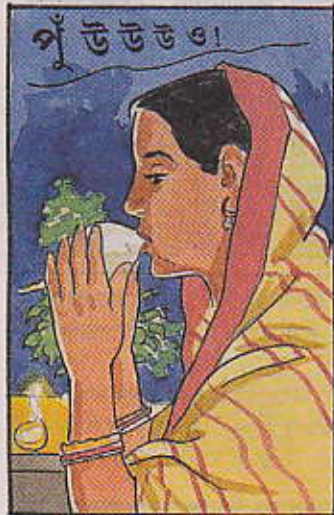
আমি এখনও কাউকেই সন্দেহ করছি না। কাউকেই নির্দোষ ভাবছি না। ভোলানাথবাবু কীরকম লোক?

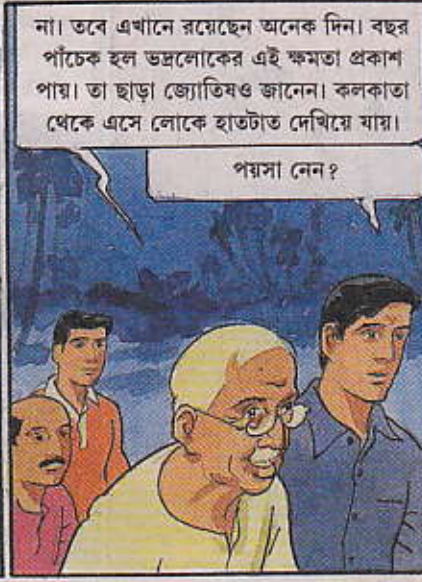


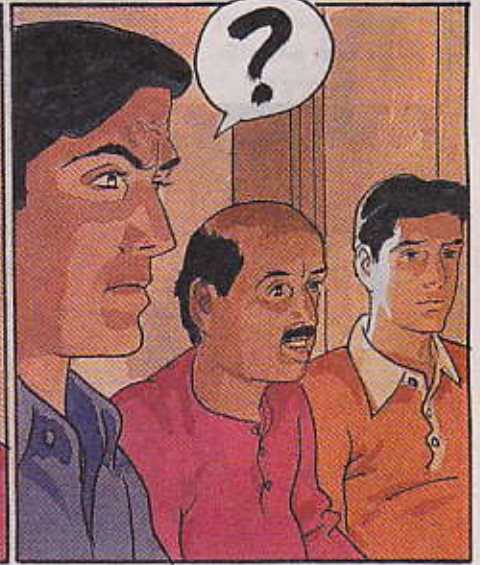
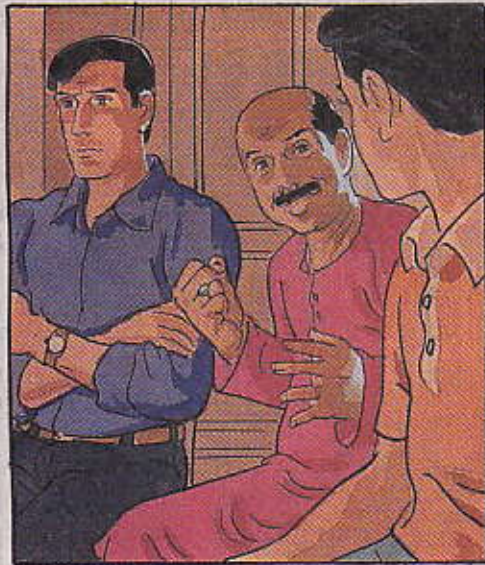
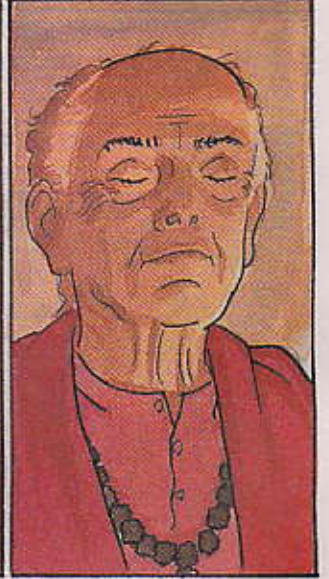
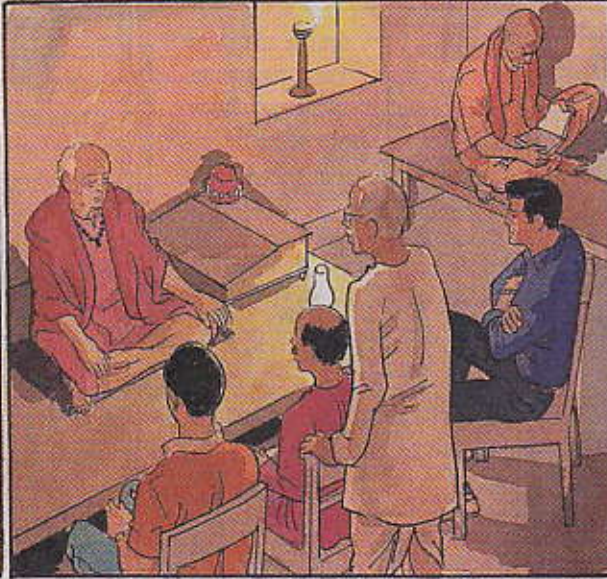
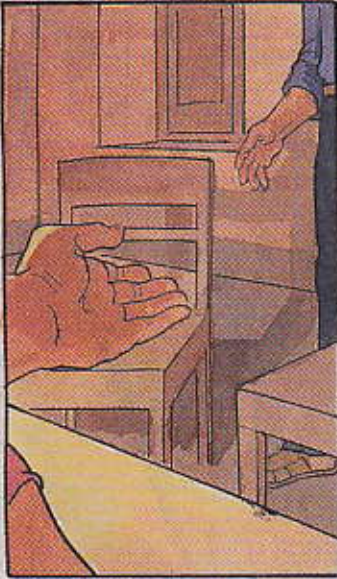
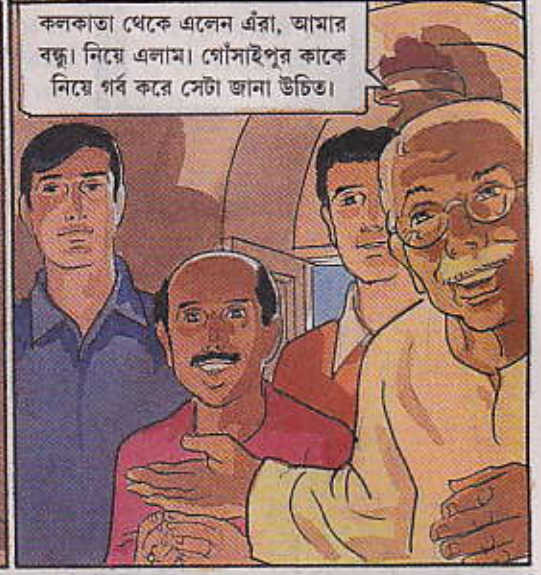
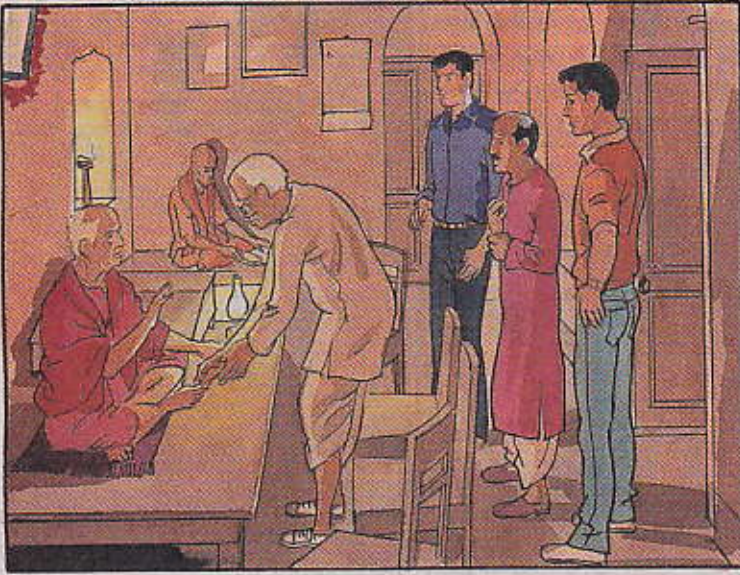
জীবনবাবু, এখন আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ব্যাপারটা দেখতে হবে। অপরাধীকে রক্ষা করার রাস্তা আমার জানা নেই, কিন্তু যে নির্দোষ তাকে আমি বাঁচাবই।

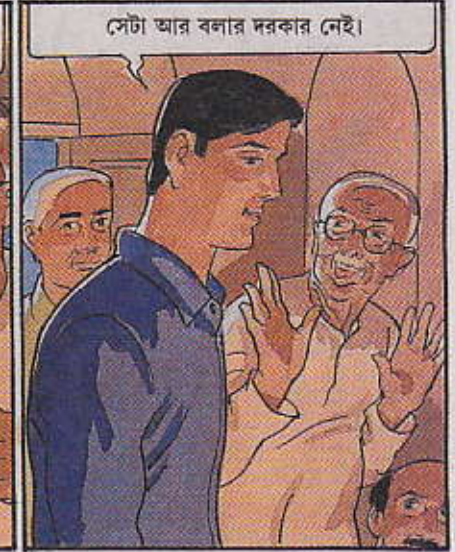
অত্যন্ত বিশ্বস্ত। স্বীকার না করে উপায় নেই। কিন্তু তা বলে আমার উপর সন্দেহ পড়বে?

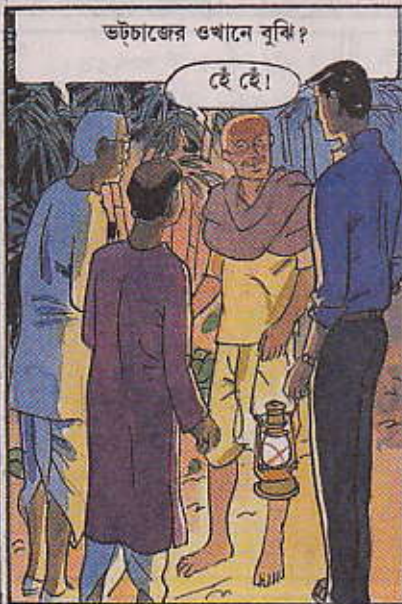
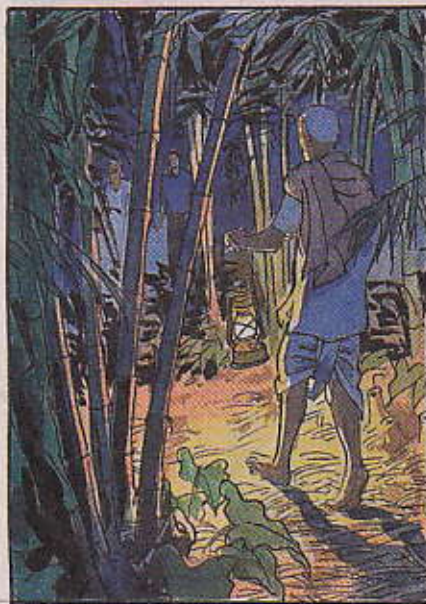


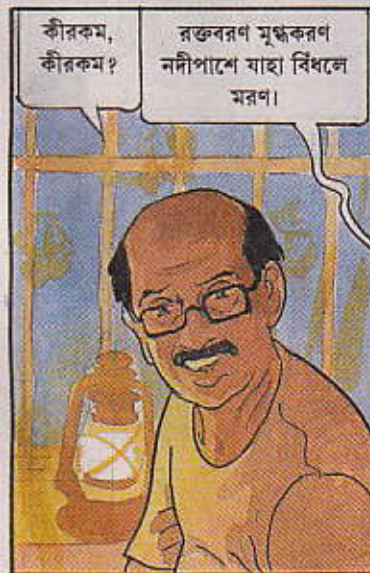
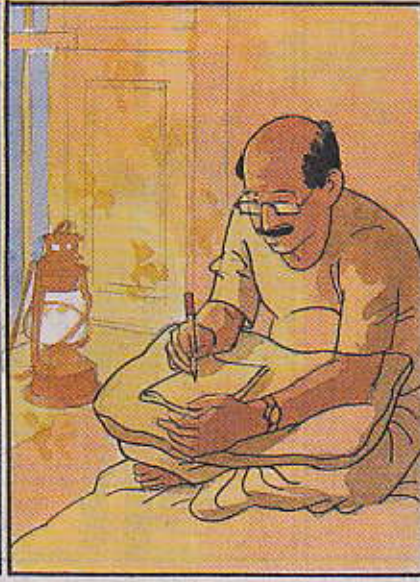


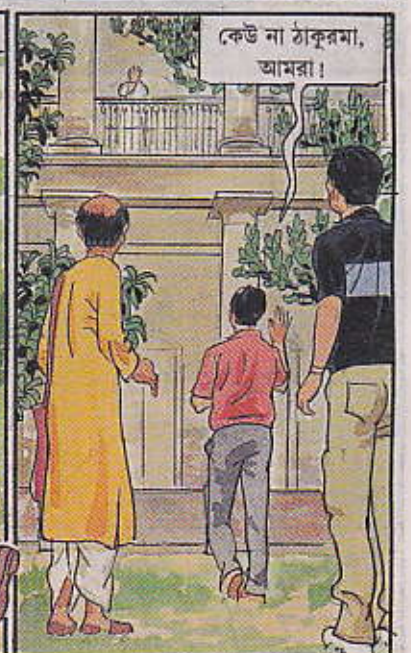
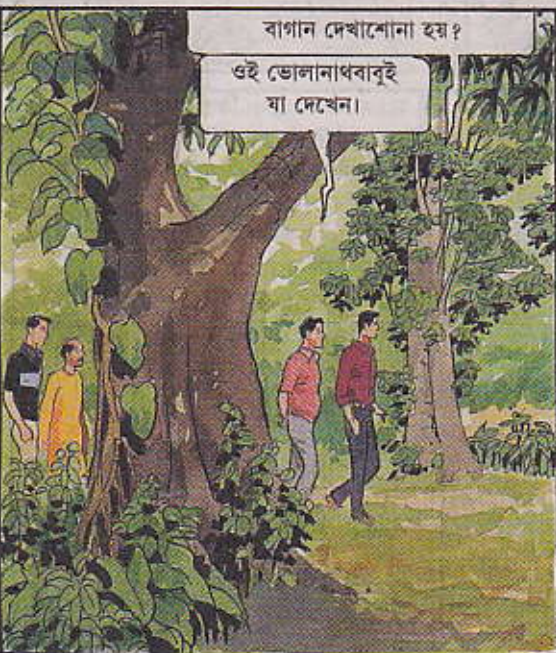
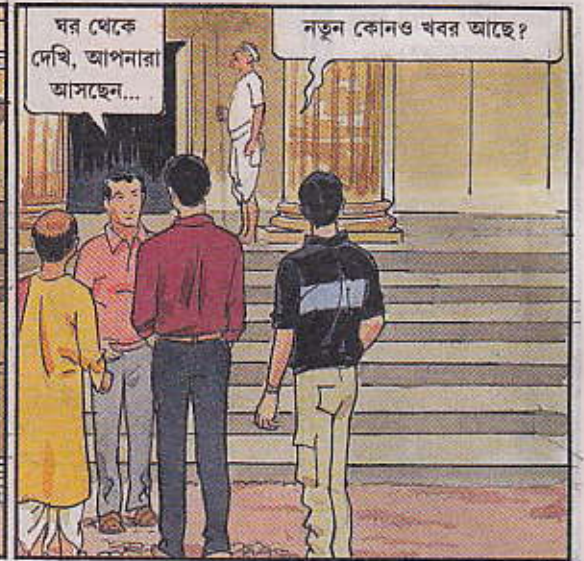
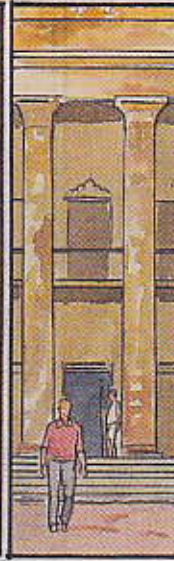
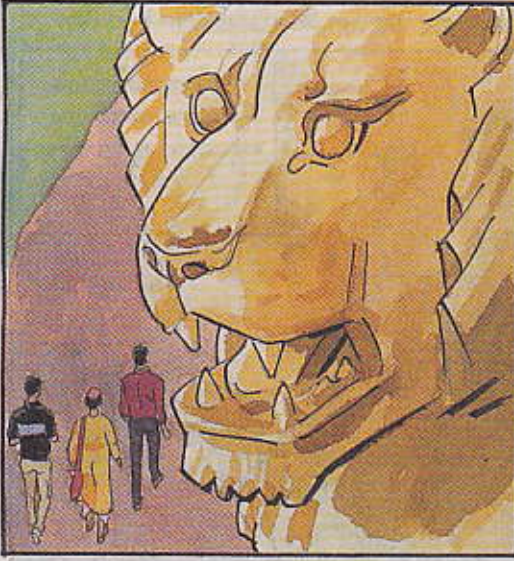








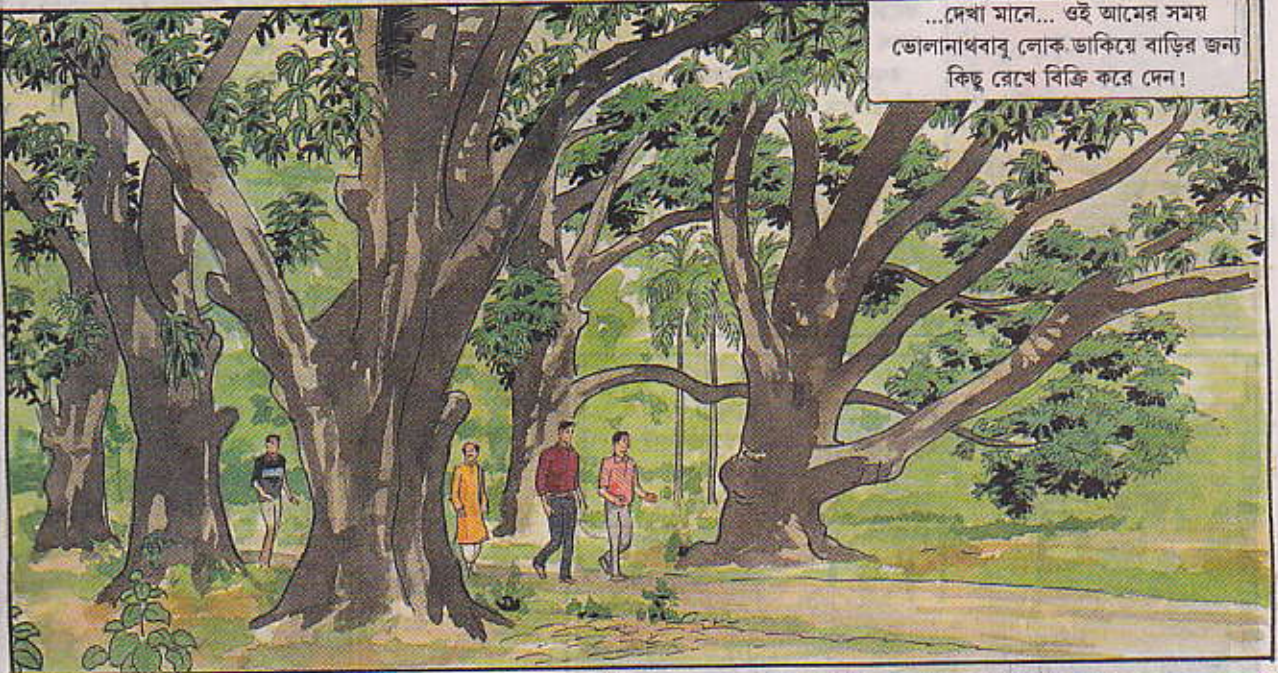




ও, তোরা! আমি রোজই যেন দেখি, কারা ঘুরঘুর করে ওখানে।

ওর দৃষ্টিশক্তি কেমন?

খুবই কম! এবং
তার সঙ্গে
মানানসই
প্রাণশক্তি!



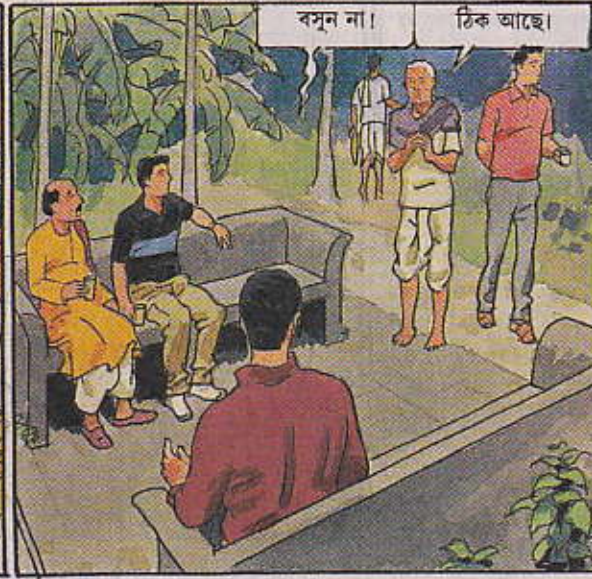
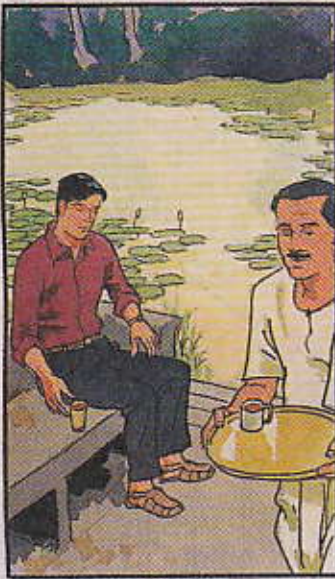
...দেখা মানে... ওই আমার সময়
ভোলানাথবাবু লোক ডাকিয়ে বাড়ির জন্য
কিছু রেখে বিক্রি করে দেন!



ভোলানাথবাবুকে
একবার ডাকতে
পারেন?



ঠিক আছে,
আপনারা
বসুন!



বসুন না!

ঠিক আছে।

মৃগাক্ষবাবু এখানে একবারই এসেছেন?

সম্প্রতি একবারই এসেছেন

আগে?



আগেও এসেছেন কয়েকবার। কাটোয়া থেকে আষাঢ় মাসে মদন গোসাই-এর দল এল। তখন মৃগাক্ষবাবুই তাদের নিয়ে এসে কর্তাকে কেন্দ্রন শুনিতে যান।

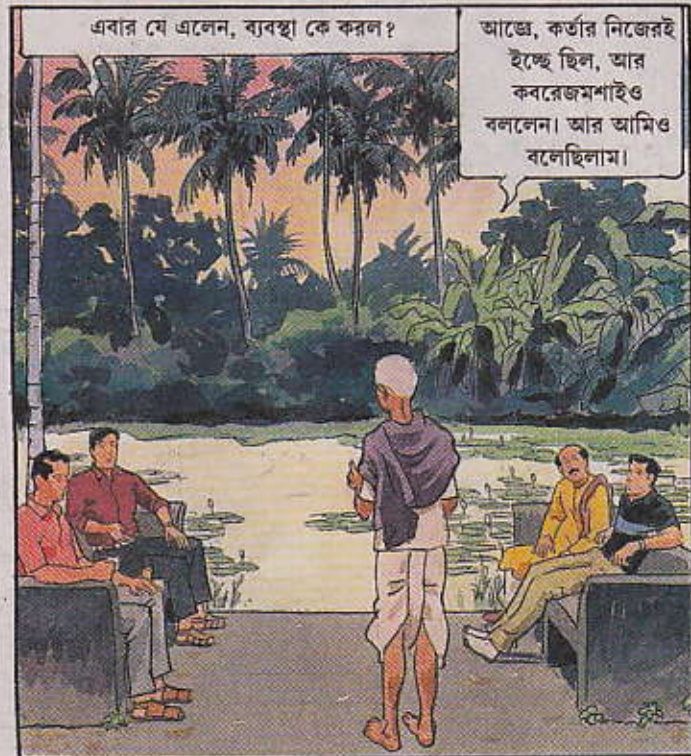
এ ছাড়া?



এমনিতেও বারকয়েক একা আসতে দেখেছি। কর্তা একটা কুষ্টি ছকে দেওয়ার কথা বলেছিলেন।

সে কুষ্টি হয়েছে?

আজ্ঞে, তা বলতে পারব না।

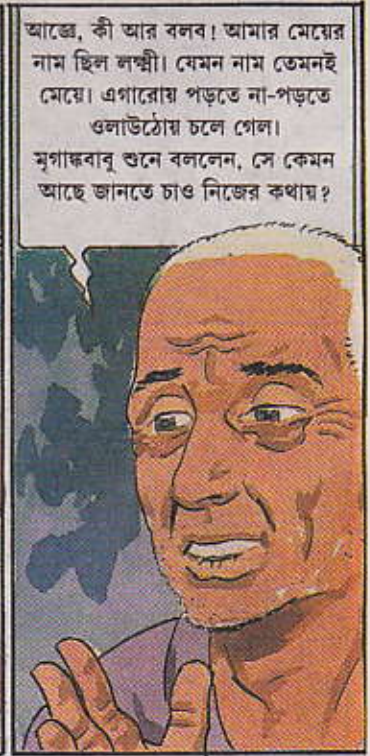


এবার যে এলেন, ব্যবস্থা কে করল?

আজ্ঞে, কর্তার নিজেরই ইচ্ছে ছিল, আর কবরেজমশাইও বললেন। আর আমিও বলেছিলাম।



আপনার তো যাতায়াত আছে ভট্টাচার্য বাড়িতে। ভক্তি হয়?



আজ্ঞে, কী আর বলব! আমার মেয়ের নাম ছিল লক্ষ্মী। যেমন নাম তেমনই মেয়ে। এগারোয় পড়তে না-পড়তে ওলাউঠায় চলে গেল। মৃগাক্ষবাবু শুনে বললেন, সে কেমন আছে জানতে চাও নিজের কথায়?

ওঃ!



সেই মেয়েকে নামিয়ে
আনলেন ভট্টাচার্যশাহী। মেয়ে
বললে, ভগবানের কোলে সে
সুখে আছে। তার কোনও কষ্ট
নাই। মুখে বললে না...
কাগজে লেখা হল।

এ বাড়িতে আত্মা নামানোর সময়
আপনি ছিলেন?

ছিলাম। বাইরে। মাঠকরুন যেন
জানতে না পারেন, বলে দিয়েছিলেন
কর্তামশাই। তাই পাহারায় ছিলাম।

ঘরের ভিতরে কে কে ছিলেন?

ভট্টাচার্যশাহী, কর্তামশাই
আর নিত্যানন্দ।



কিছু শুনতে পাননি?



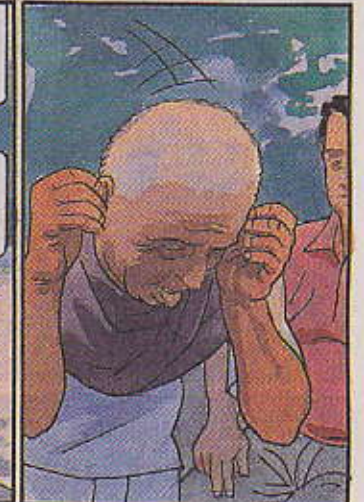
আজ্ঞে, দশ মিনিট চূপচাপ
থাকার পর মধু সরকারের
বাঁশবনের দিক থেকে যখন
শিয়াল ডেকে উঠল, সেই
সময় যেন কর্তামশাই
বললেন, 'কেউ এলেন?'
তারপর কিছু শুনিনি।

দুর্লভ মল্লিকের লোক আপনাদের
ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল,
সেকথা মনে পড়ে?

তা পড়ে।



আপনার মনে
আক্রোশ নেই?



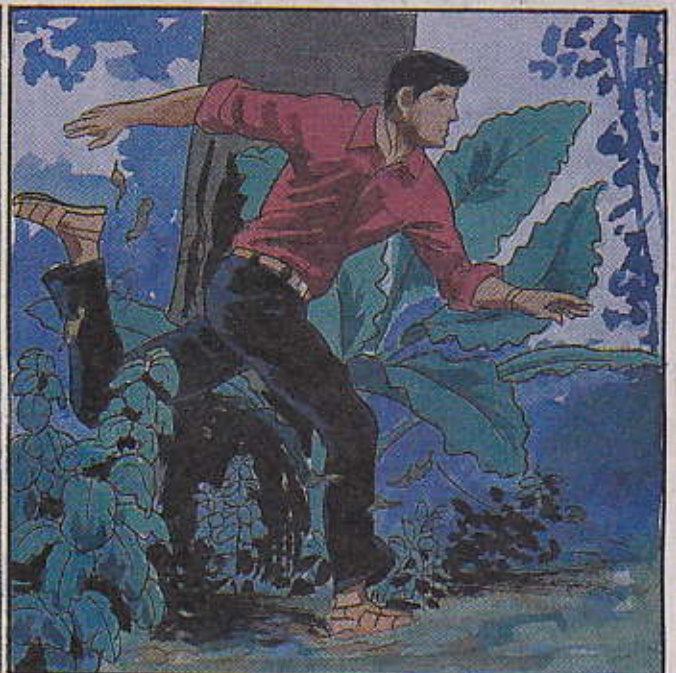
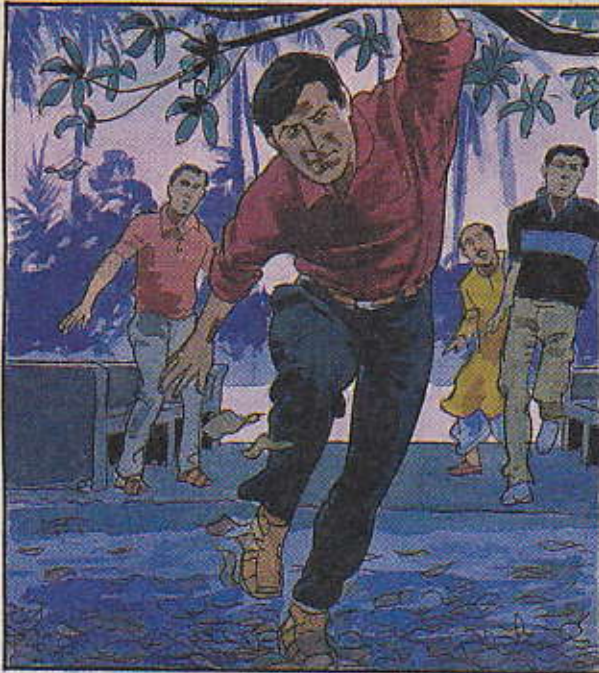
এখন মাথাটা ঠিক নেই তাই। নইলে
কর্তামশাইয়ের মতো মানুষ ক'জন
হয়? যদি অনুমতি দেন...

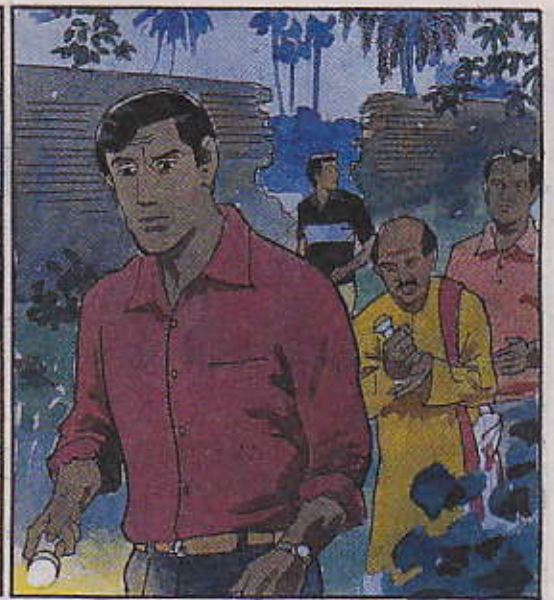


...একবার ভট্টাচার্যশাহীঘরের
ওখানে...!

আপনি আসুন।

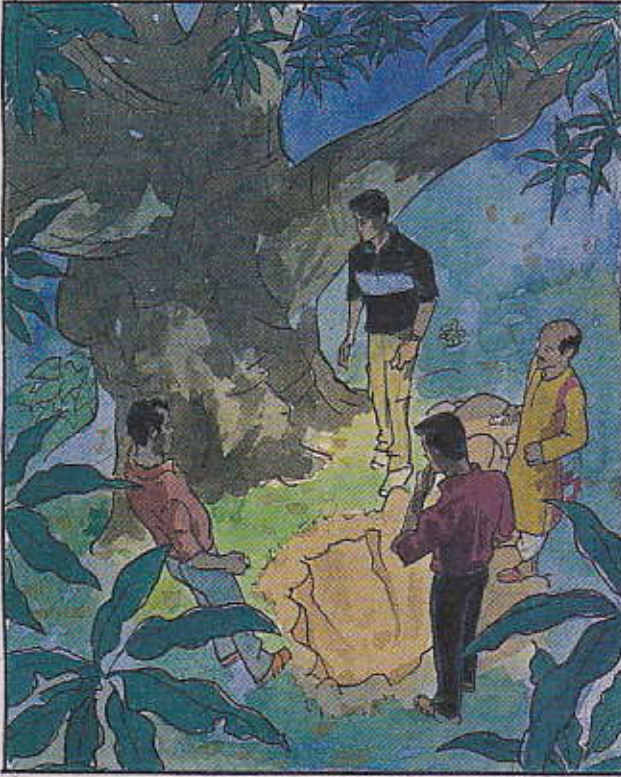






আমাদের বংশে
কশ্মিনকালেও গুপ্তধন সম্বন্ধে
কোনও কিংবদন্তি ছিল না।

সে সম্বন্ধে
বাইরের লোক
টের পেয়ে গেল?



লক্ষ করুন, এ গর্ত যেখানে খোঁড়া হয়েছে,
সেখানে কয়েকদিনের মধ্যেই কিন্তু খুঁড়ে...
পুঁতে, মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। ঘাস
আর মাটির মধ্যে স্পষ্ট লাইন বোঝা যাচ্ছে।

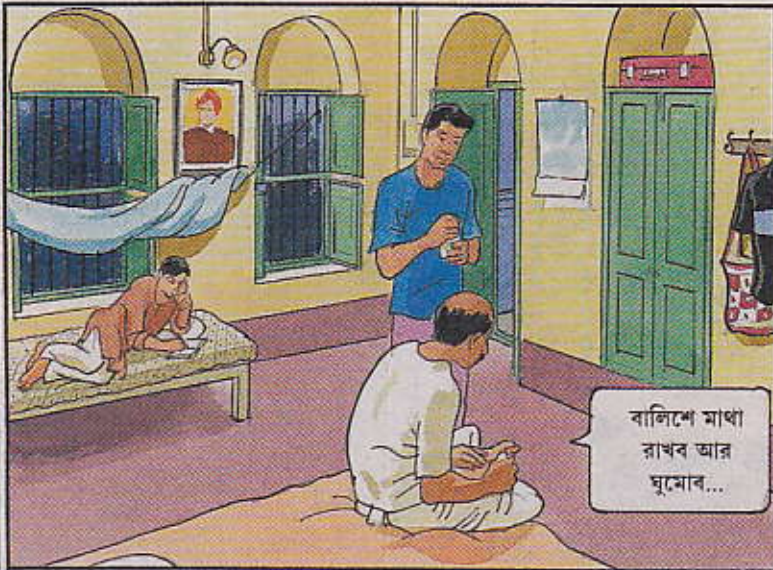


জীবনবাবু,
আমরা এই
ঘটনার জন্যে
অপেক্ষা
করছিলাম।



চলুন, বাড়িতে গিয়ে
ডেটল লাগিয়ে দেব।

বেশ কাহিল লাগছে!
অন্ধকারে বনেবাদাড়ে
ছোটোছুটি
কি সহজ কথা!



বালিশে মাথা
রাখব আর
ঘুমোব...

হা আ আ!

তুলসীবাবু, আপনি
যদি একজন মহৎ
লোককে একটা
লোকঠাকানো যদি
বাতলে দেন...

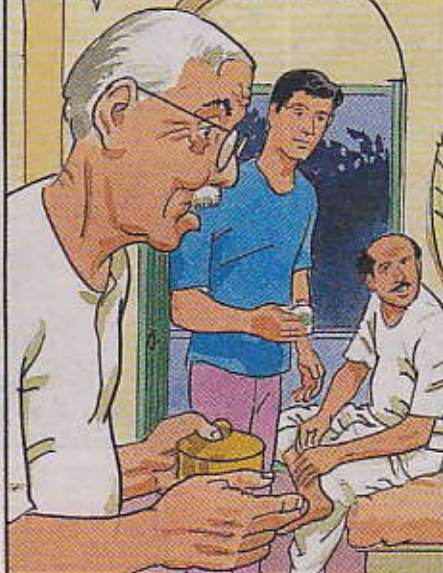


...আর সে লোক যদি সে যদি কাজে লাগায়, তা
হলে তাকে কি আর মহৎ বলা চলে?

ওরে বাবা, আমি



মশাই, এসব হৈয়ালি-টৈয়ালিতে একেবারেই
অপটু। তবে হ্যাঁ, মহৎ লোক অত নীচে
নামবেন কেন? নিশ্চয়ই নামবেন না?

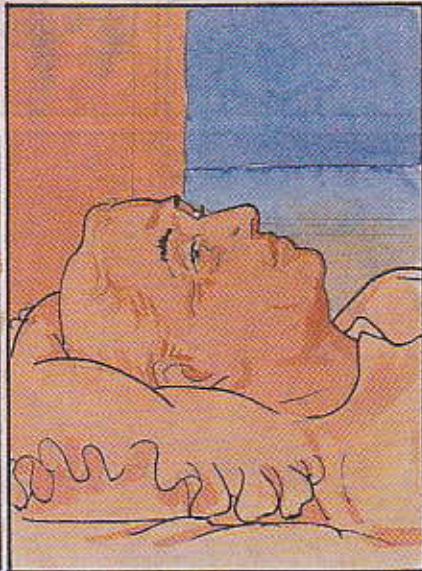
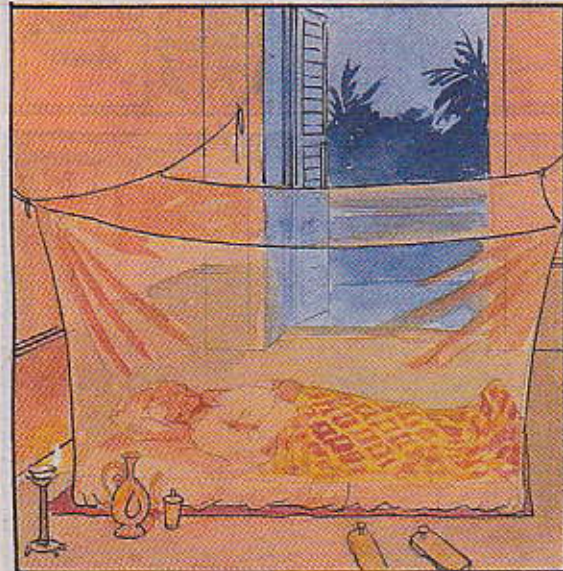
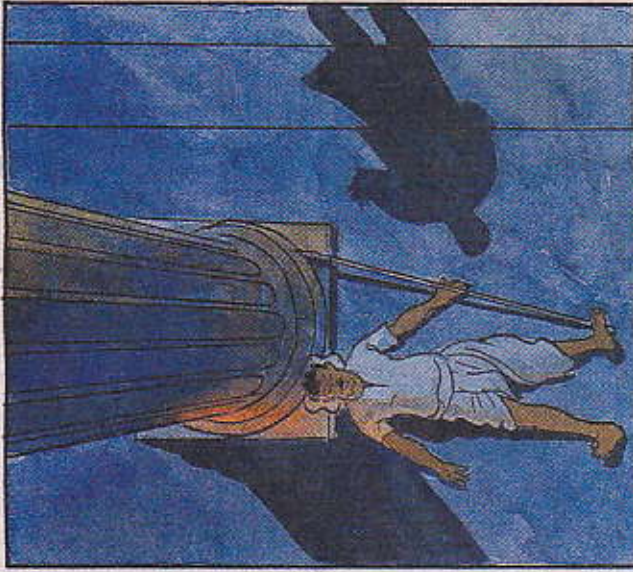


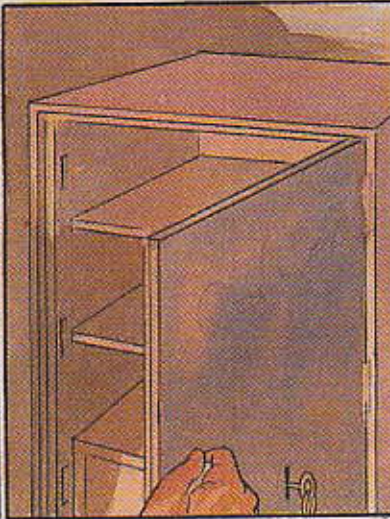
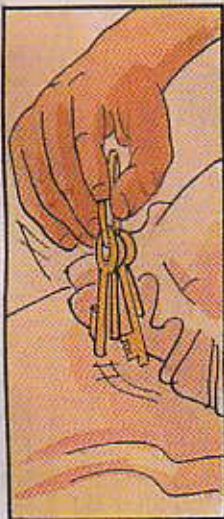
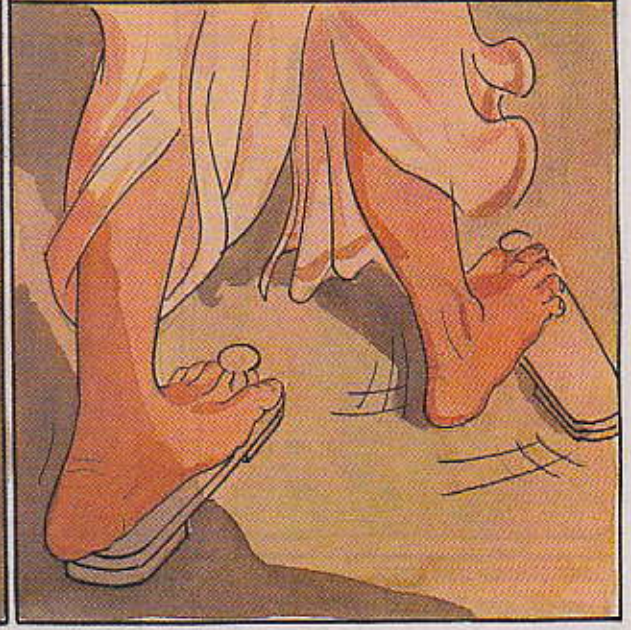
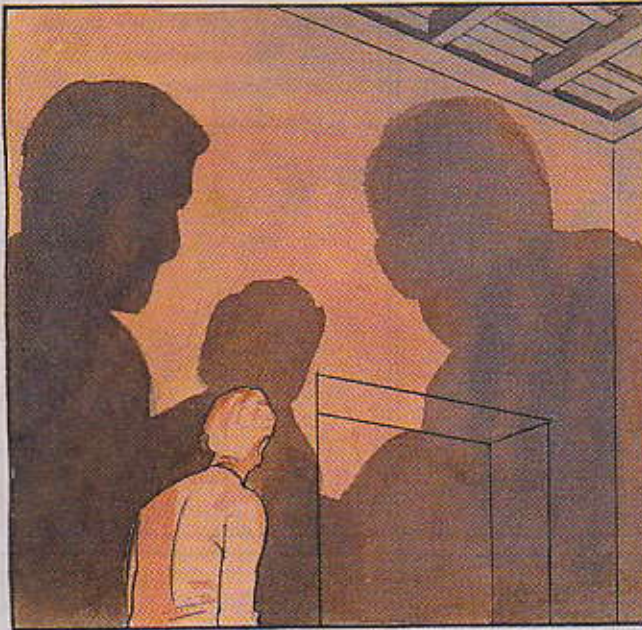
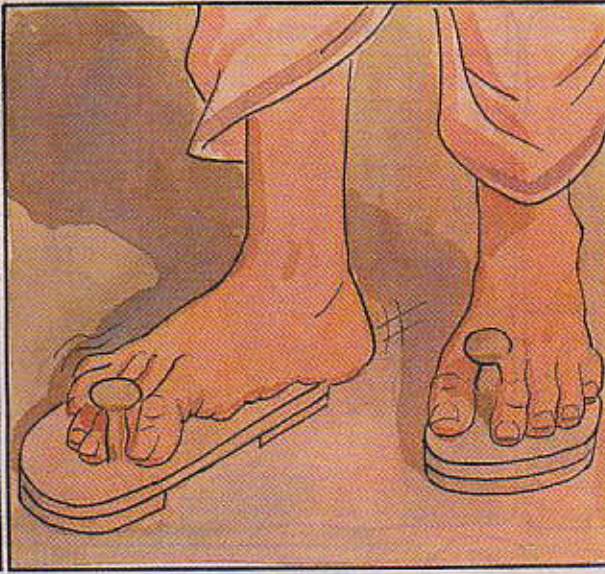
নিন, পান খান।

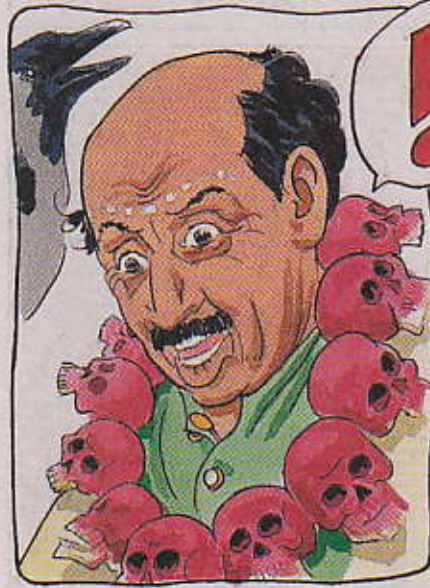
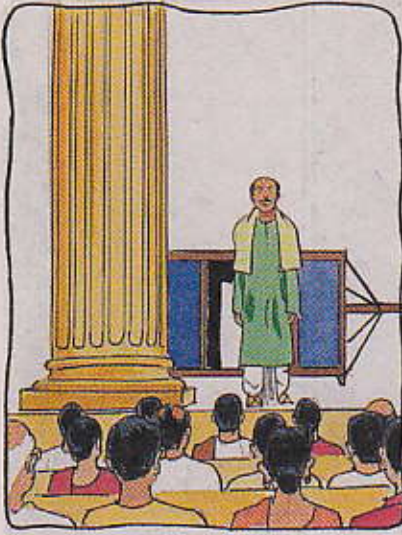


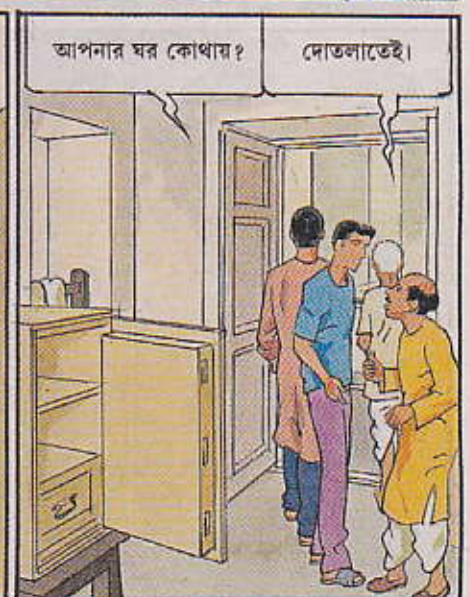
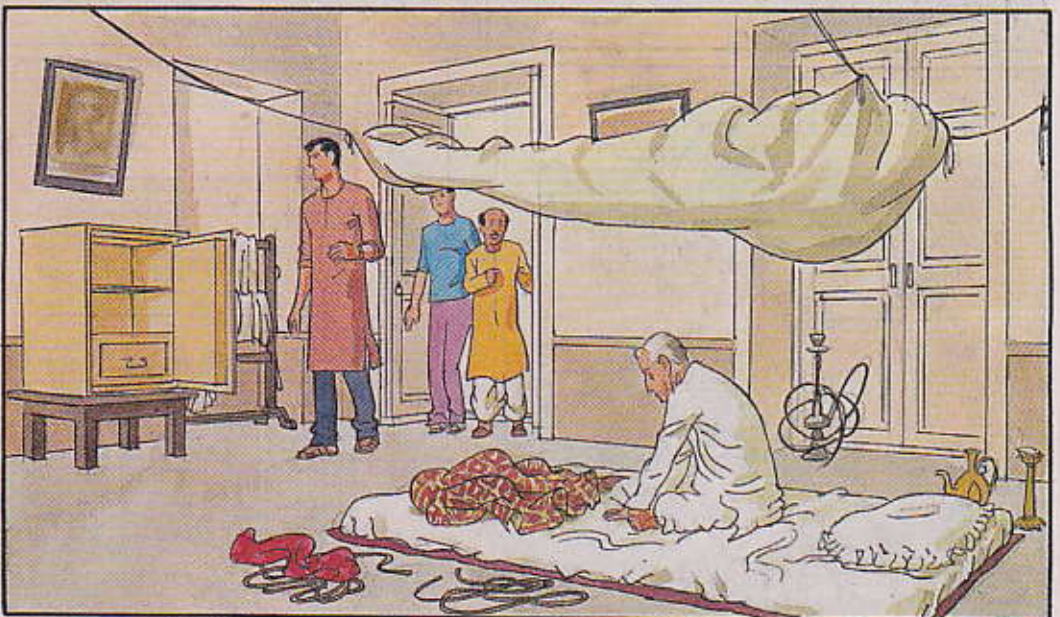
ধন্যবাদ!



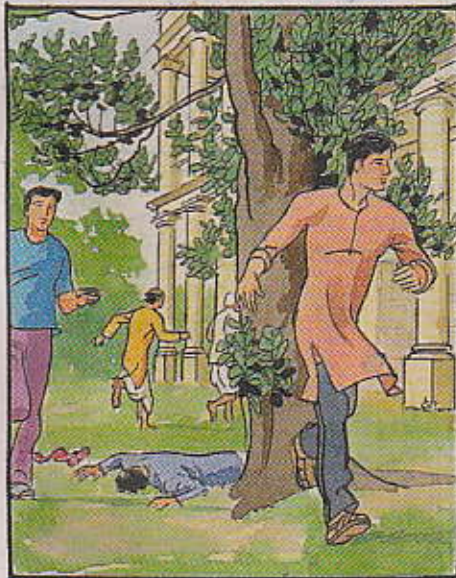
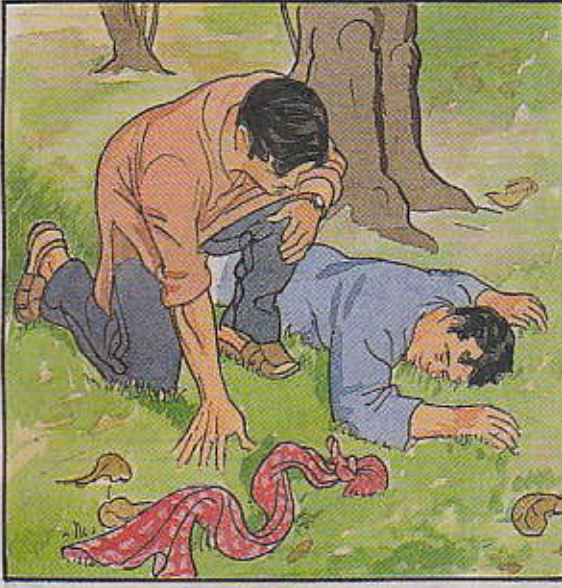


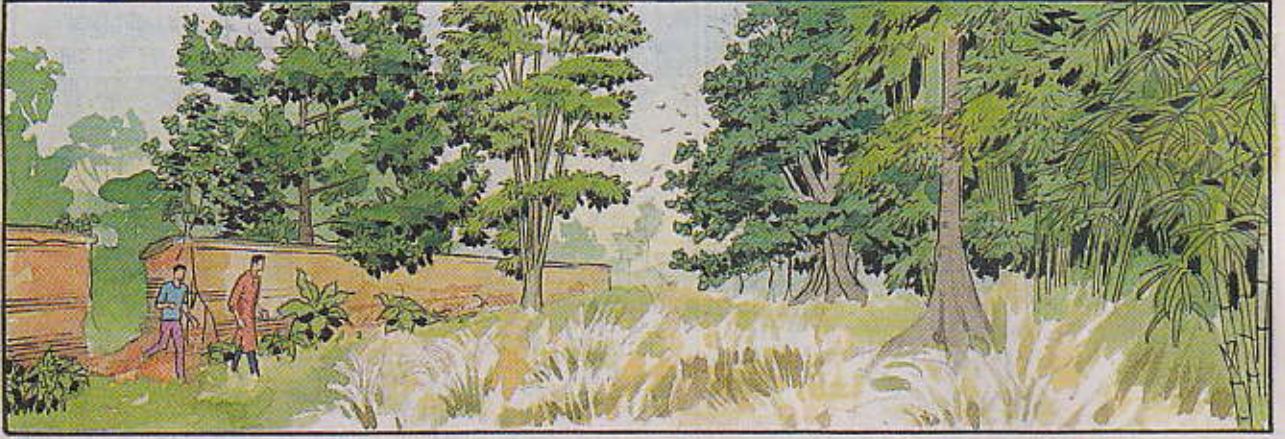


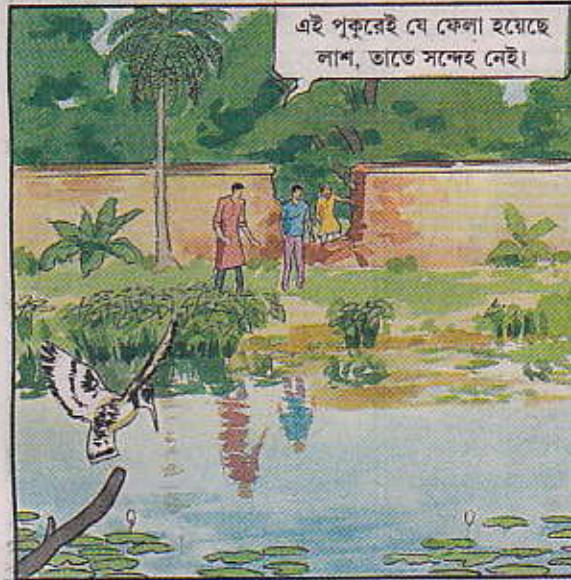
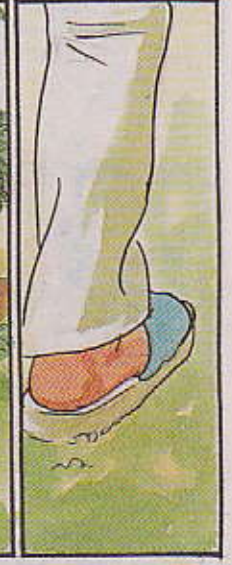
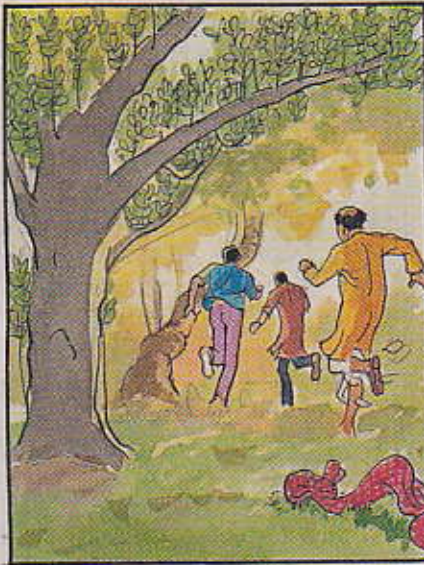




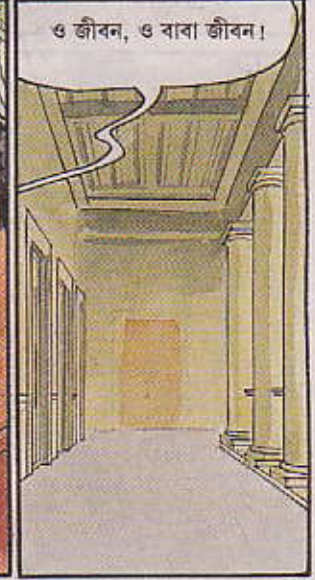








এই পুকুরেই যে ফেলা হয়েছিল
লাশ, তাতে সন্দেহ নেই।



ও জীবন, ও বাবা জীবন।



জীবনবাবু একটু
বেরিয়েছেন। আমি
প্রদেয় মিত্র।
আপনার কী
দরকার বলুন?

তুমি কে
বাবা?



আমি জীবনবাবুর বন্ধু।

তোমাকে তো দেখিনি!

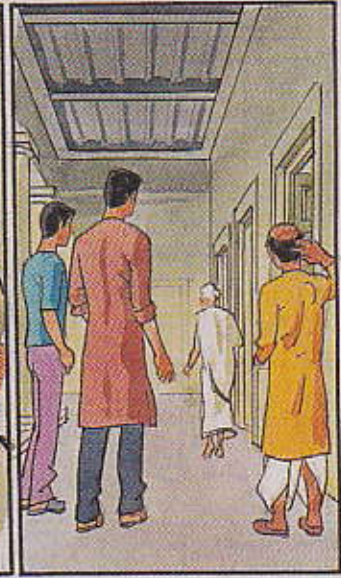
আমি দু'দিন আগে এসেছি
কলকাতা থেকে।

তুমিও কলকাতায়
থাকো?



আজ্ঞে হ্যাঁ। কিছু
বলার ছিল আপনার?

কী বলার ছিল
মনে নেই বাবা!
আমার বড্ড ভোলা
মন যে!



জীবন কোথায় গেল?

আপনি তো চাইছিলেন তিনি
কলকাতায় ফিরে যান।



ও চলে গেল। কিসে গেল? পালকিতে?

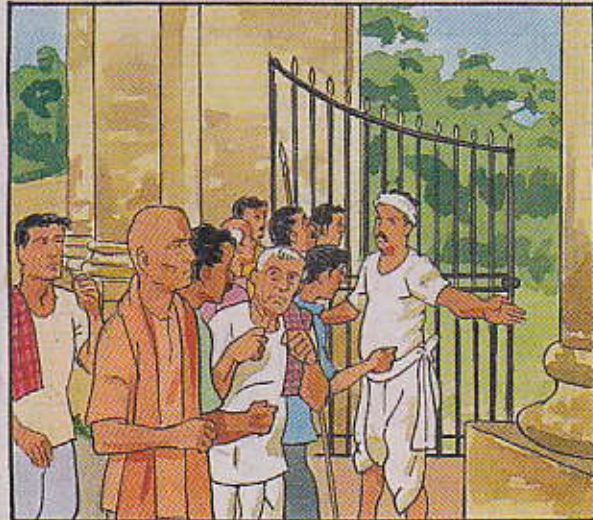
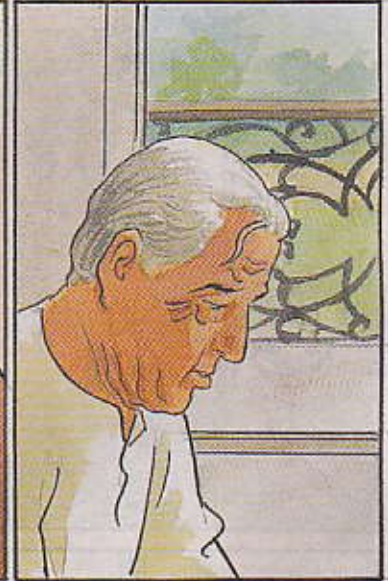
পালকিতে তো আর সবটুকু যাওয়া
যায় না। কাটোয়া থেকে ট্রেন ছাড়া
গতি নেই। গোরুরগাড়ি বা
ডাকগাড়িতে যাওয়া
সম্ভব নয়, নিশ্চয়ই
বোঝেন।



তুমি বিক্রপ করছ?

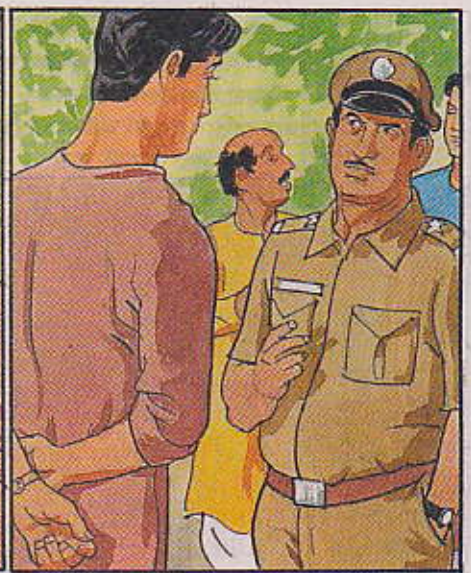


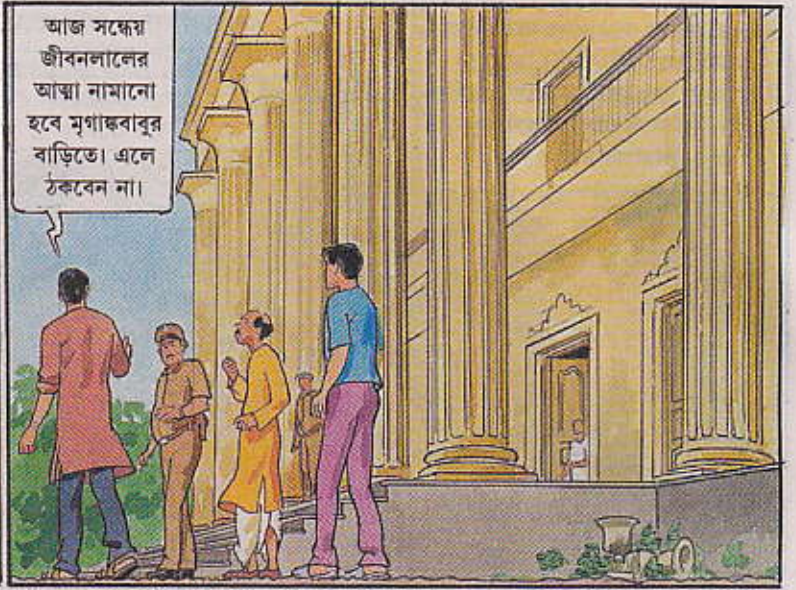
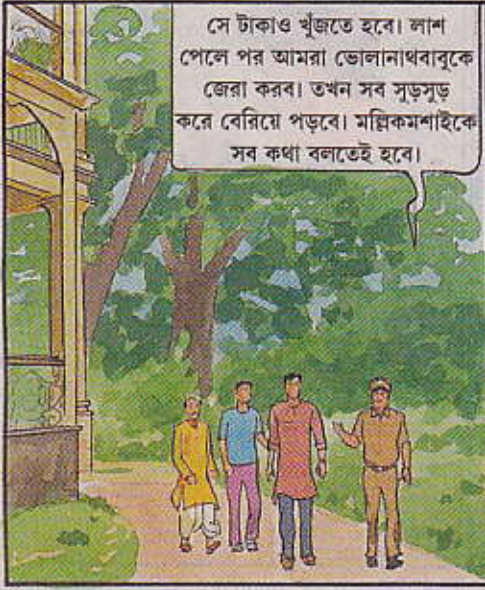
শুধু আমি কেন? গ্রামের সবাই করে। যে
যুগ চলে গিয়েছে, তাকে আর ফিরিয়ে আনা
যায় না মল্লিকমশাই।



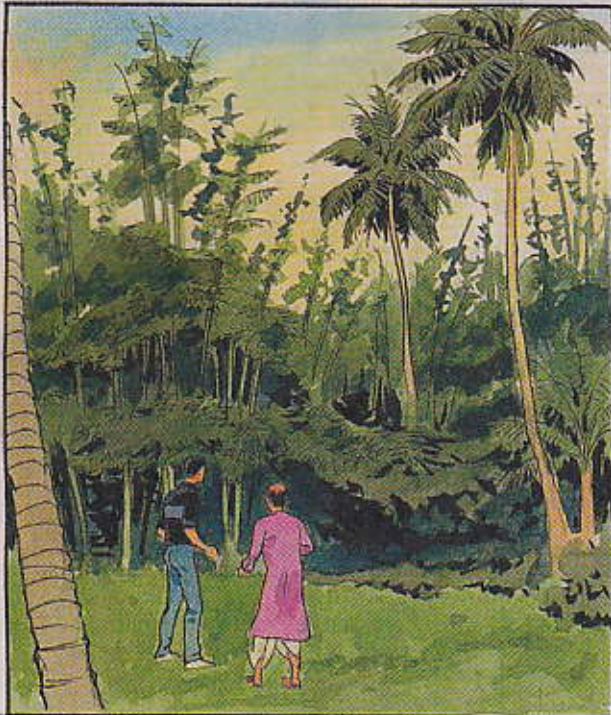
আপনাদের এই শখের
ডিটেকটিভদের কাজে কোনও
সিস্টেম নেই। গণেশ দত্তগুপ্ত
দেখেছিলাম... যেখানে দরকার
অ্যাকশন, সেখানে চোখ কুঁচকে
ভাবছে।







শরৎকালের বিকেল! এ ভূমি
কোথায় পাবে কলকাতায়?



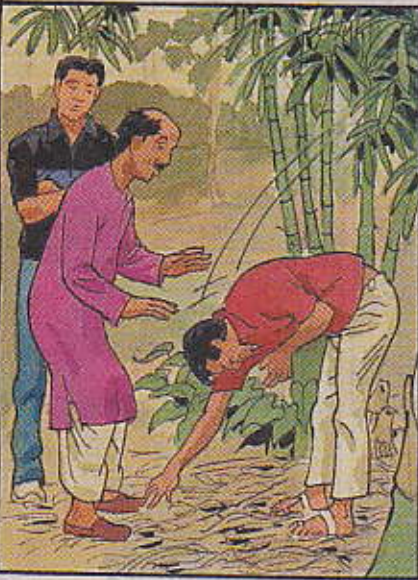
এই সুন্দর পরিবেশেও মনটা...

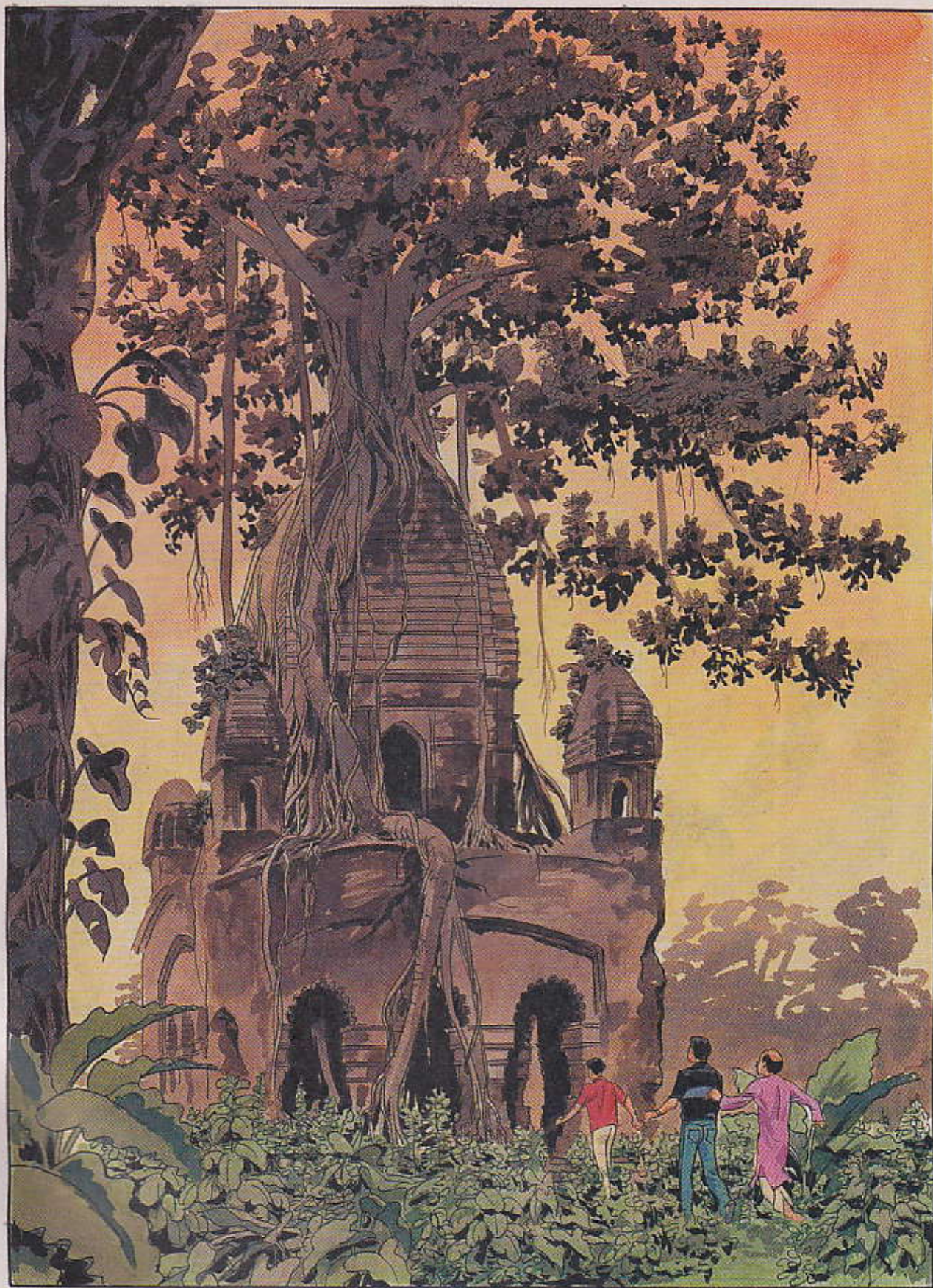
অন্য কিছু ভাবতে
পারছে না!

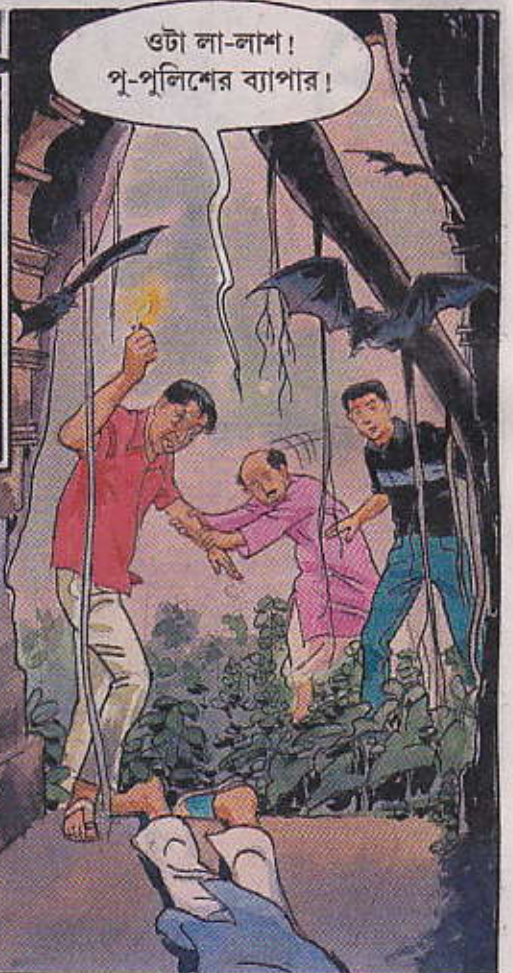
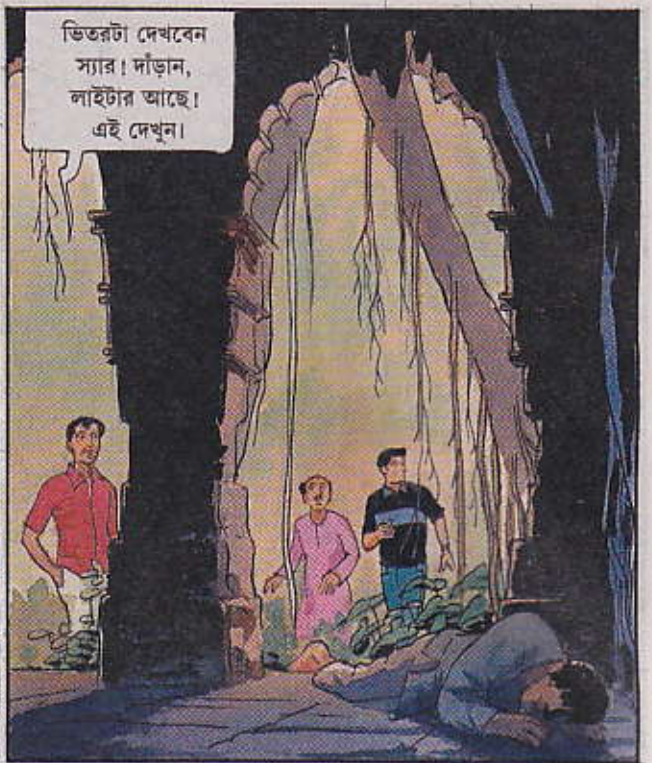
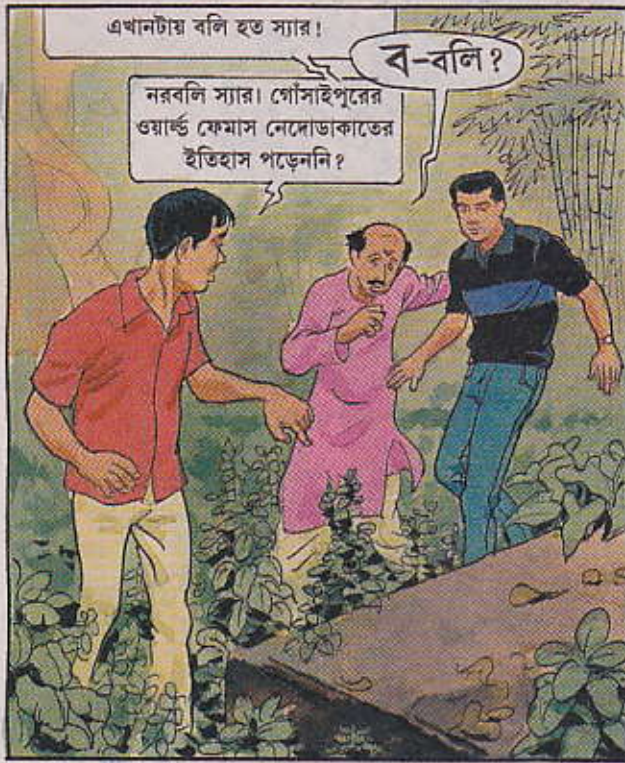


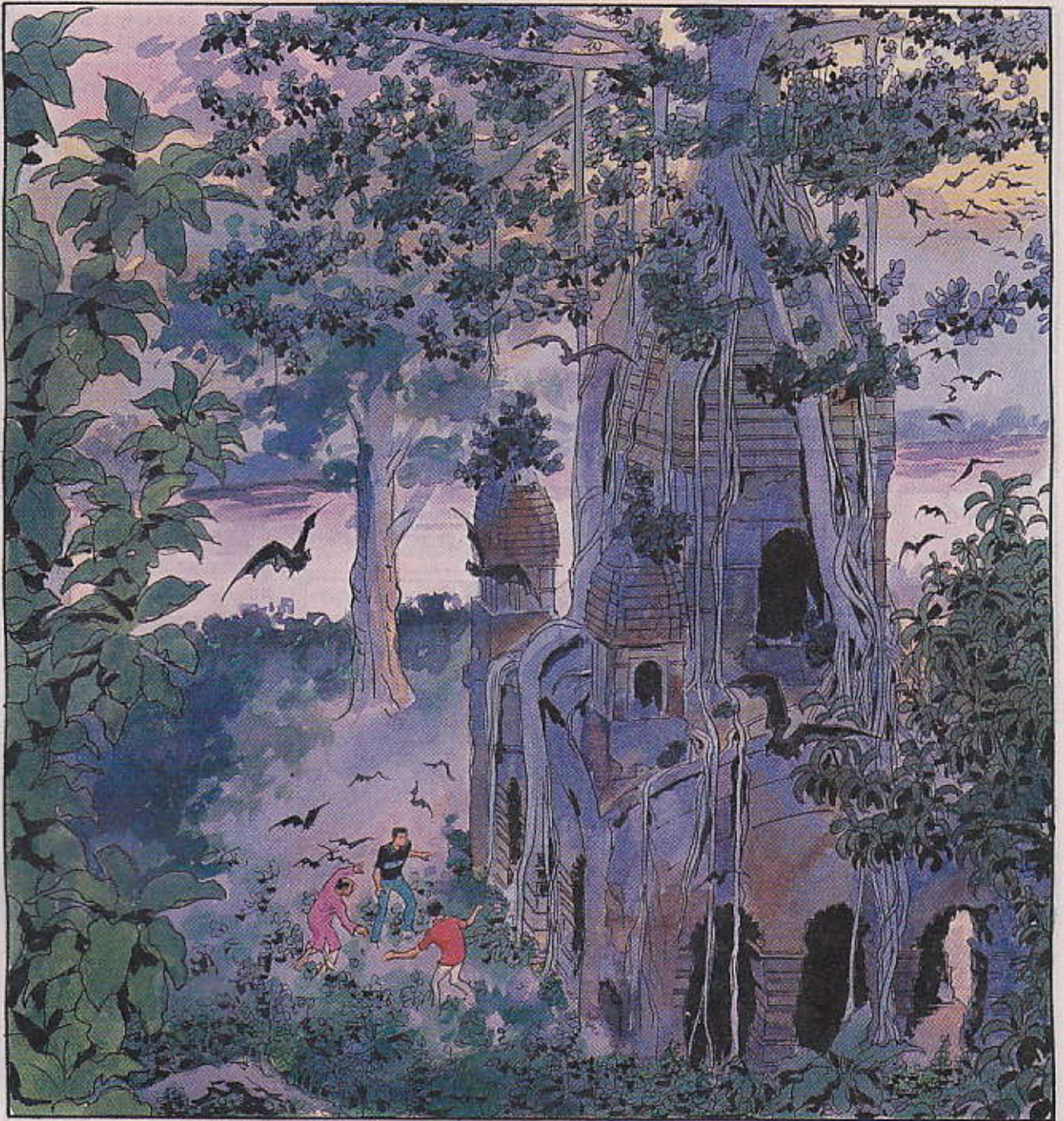
কী করে ভাববে ভাই তপেশ?
কোনও একটা গোপন জায়গায়
গলায় ফাঁস দিয়ে, মরা-মানুষের
লাশ পড়ে আছে...





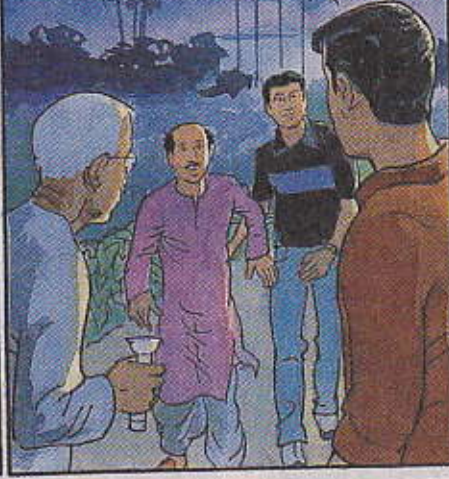








অমন ফ্যাকাসে মেয়ে গিয়েছিস কেন? দশ
মিনিটের মধ্যে আত্মা নামবে।



একটা... জীবনবাবুর লাশ পড়ে আছে
বাদড়ে-কালীর মন্দিরে।

ভিতরে গেসলেন?



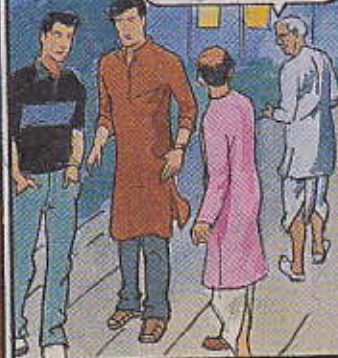
নো স্যার... তবে রিয়ড ভাউট জীবন
মল্লিক। পুলিশকে জানাবেন, না
খুঁজতে দেবেন?

আমাদের সঙ্গে
মুকাদিনেতা
বেগীমাধবও ছিল।



ঠিক আছে। সুধাকরবাবু ওখানে
আসছেন। খবরটা দিলেই হবে।

উকিলবাবুর ওখান
থেকে পাঁচ মিনিটের
মধ্যে আসছি।



কোনও আপত্তি করেননি?

রীতিমতো আগ্রহ দেখিয়েছেন।
আমাদের কাজটা আগে করে
দেবেন বলেছেন।



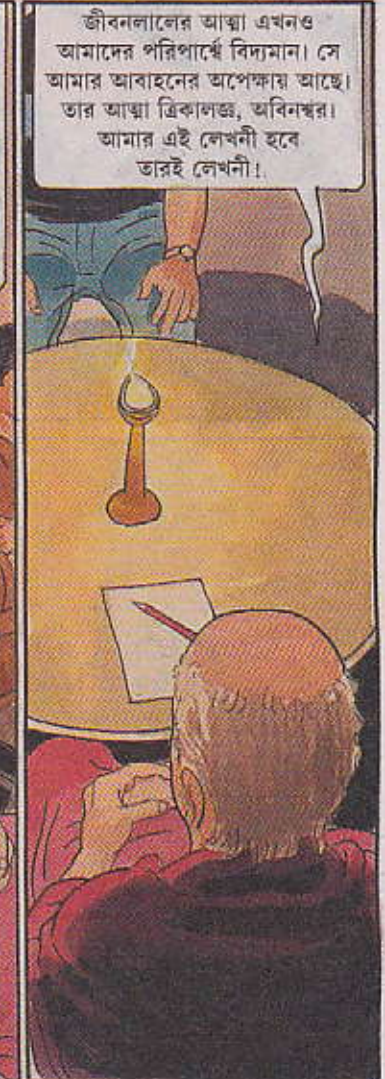
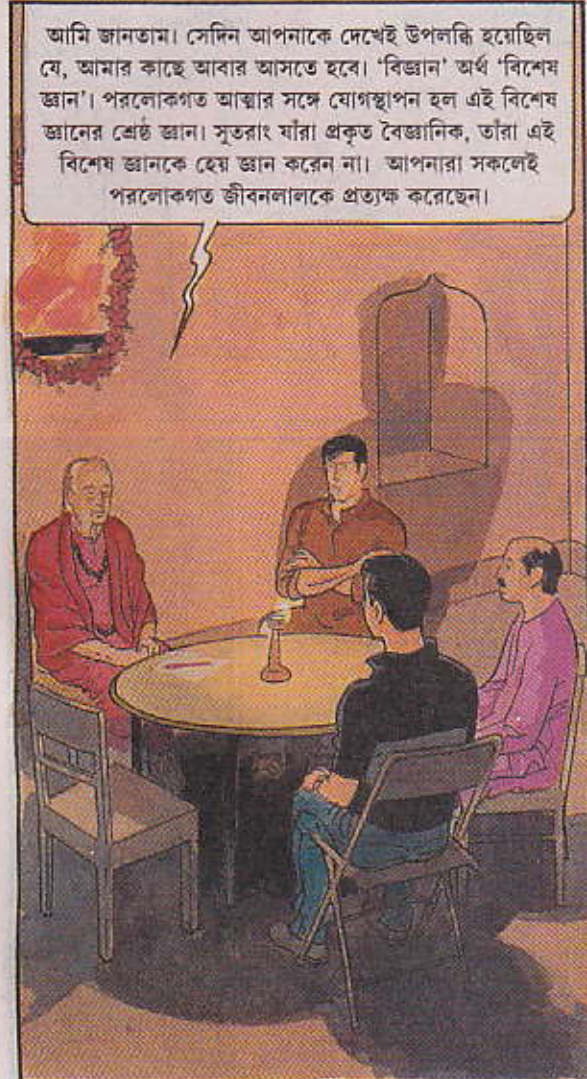
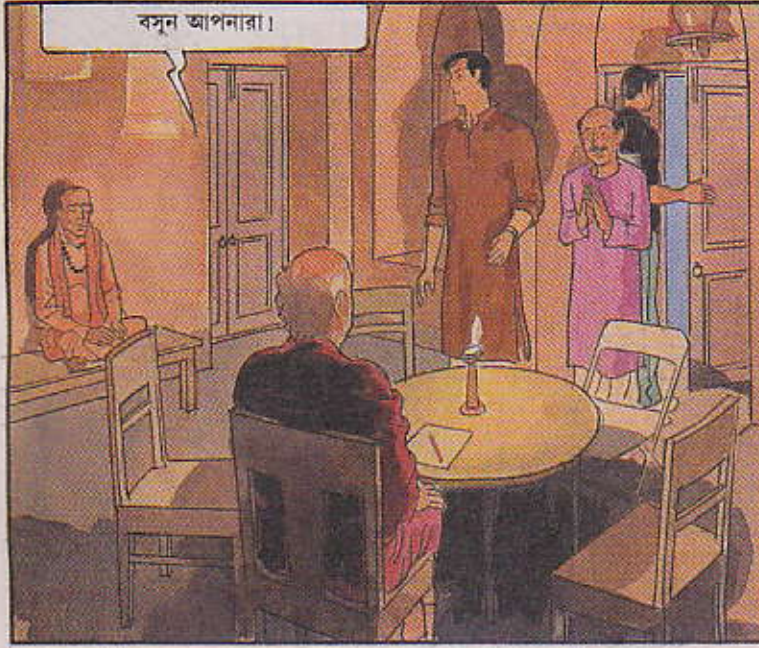
এভাবে বাইরে বসিয়ে মশার কামড় খাওয়ানোর...!

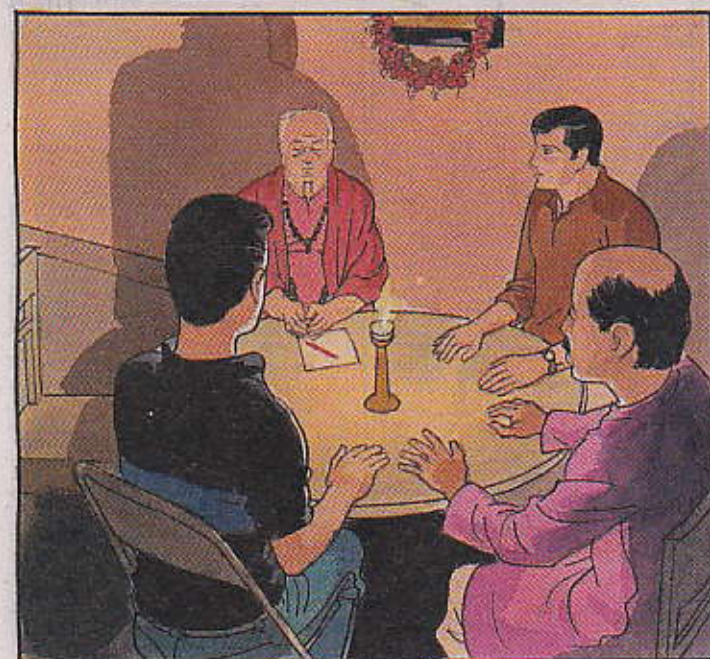


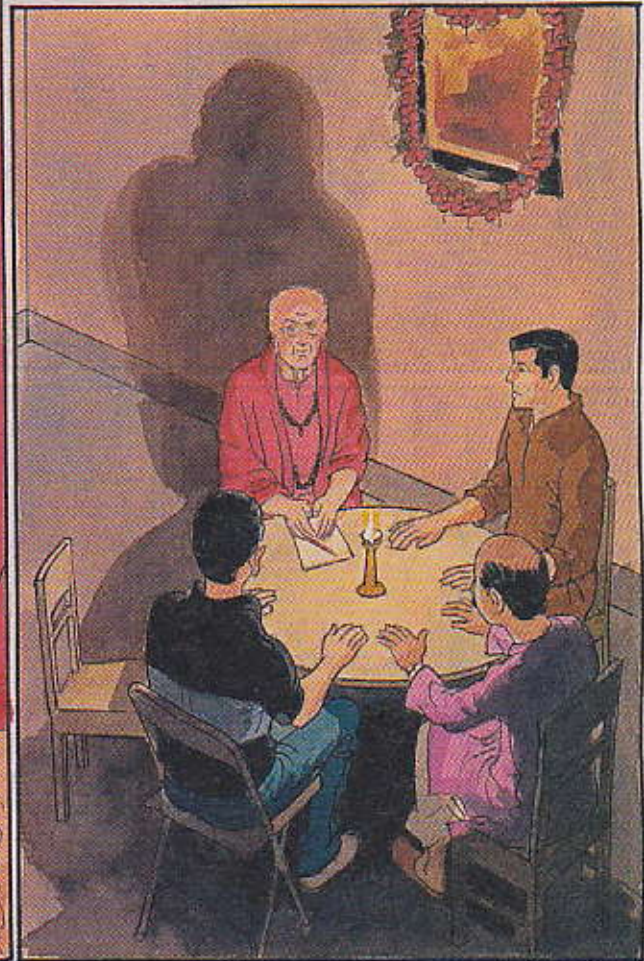
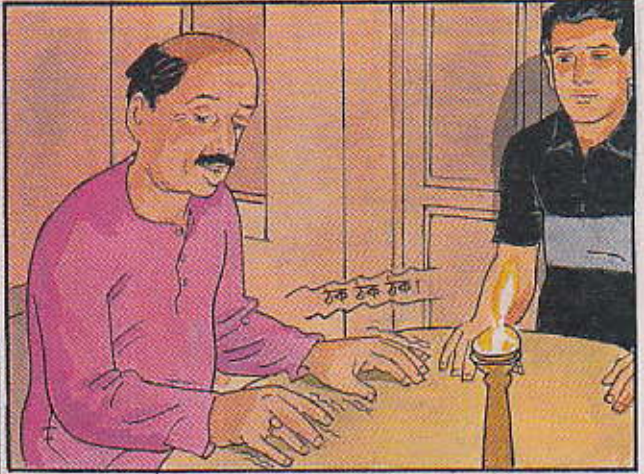
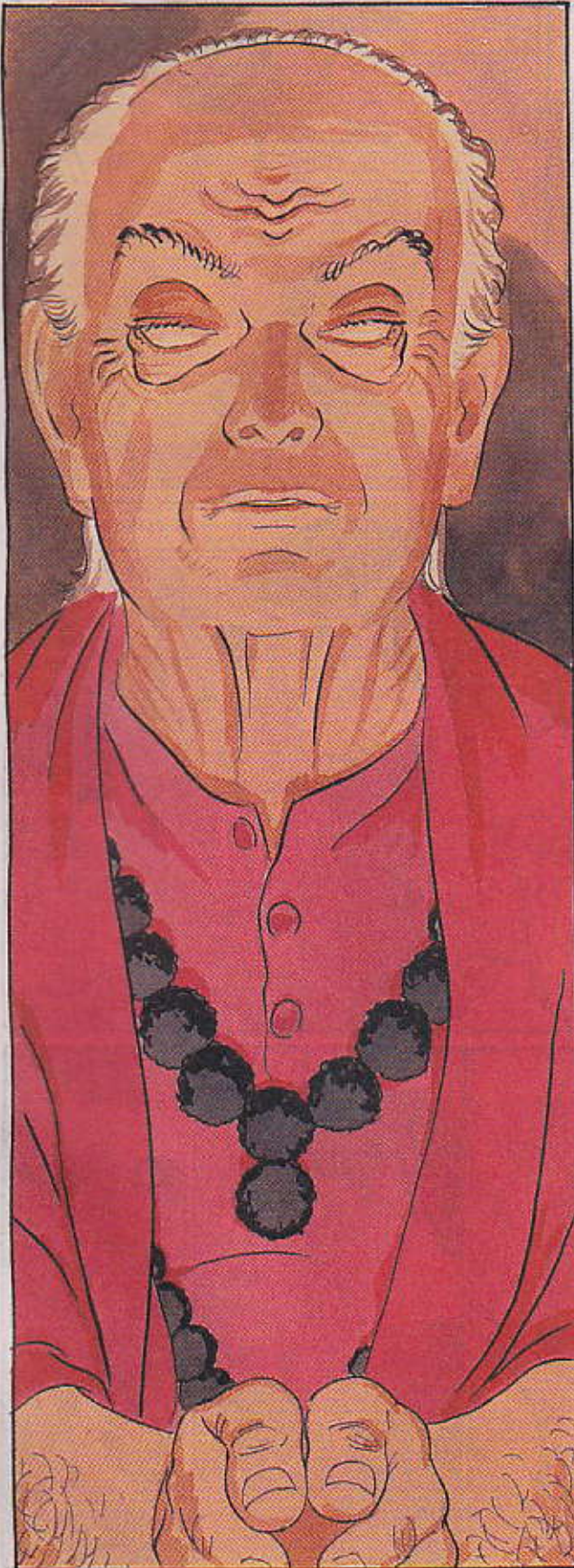
আসুন!

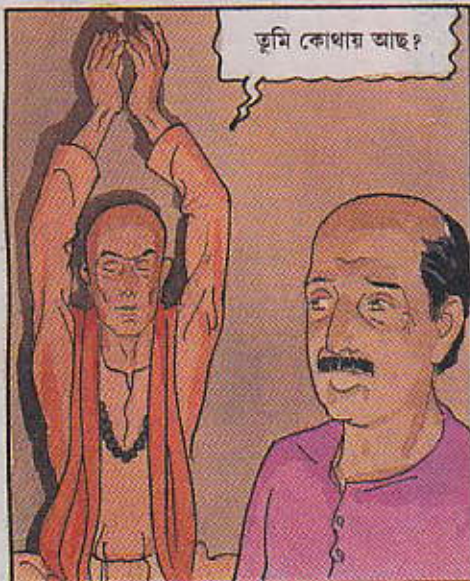
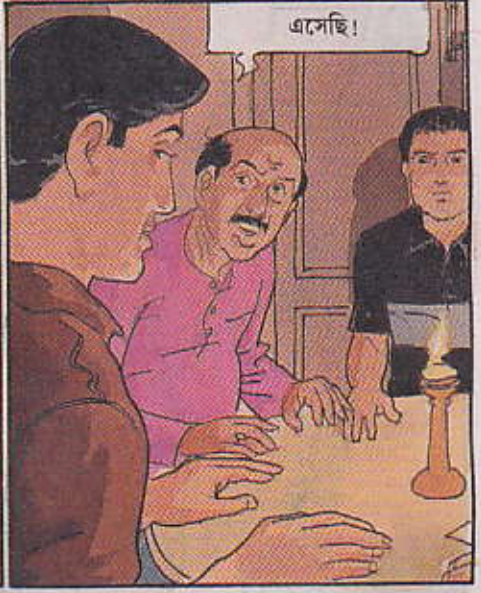
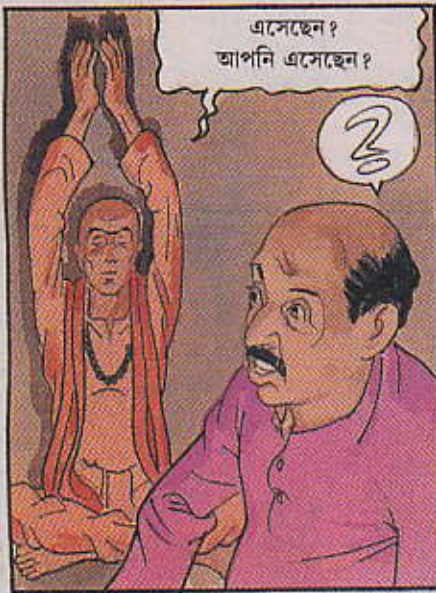
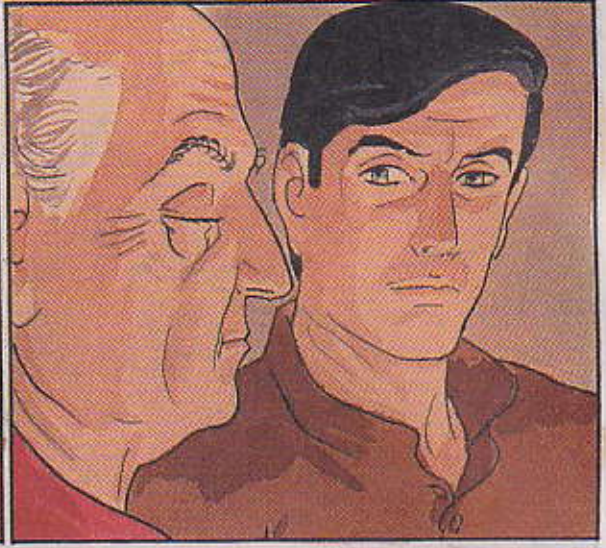
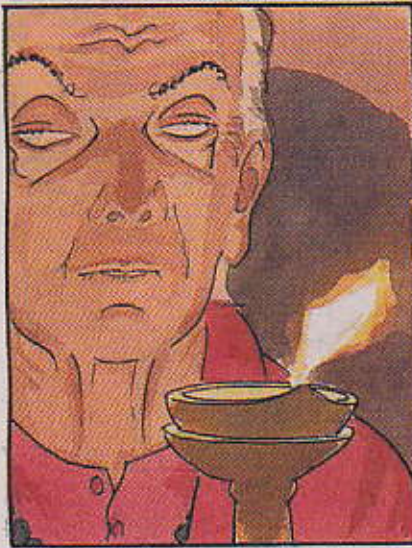
প্রায়ের অপয়েটমেন্ট।









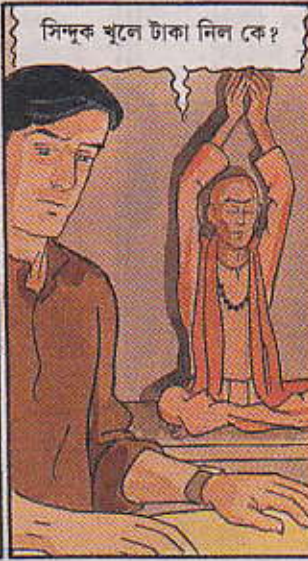




কয়েকটি প্রশ্ন তোমাকে করা হবে
সেগুলোর জবাব দিতে পারবে?



পারব।



সিন্দুক খুলে টাকা নিল কে?



আমি।



তোমাকে যে হত্যা করল,
তাকে দেখেছিলে?



হ্যাঁ।



চিনেছিলে?



হ্যাঁ।



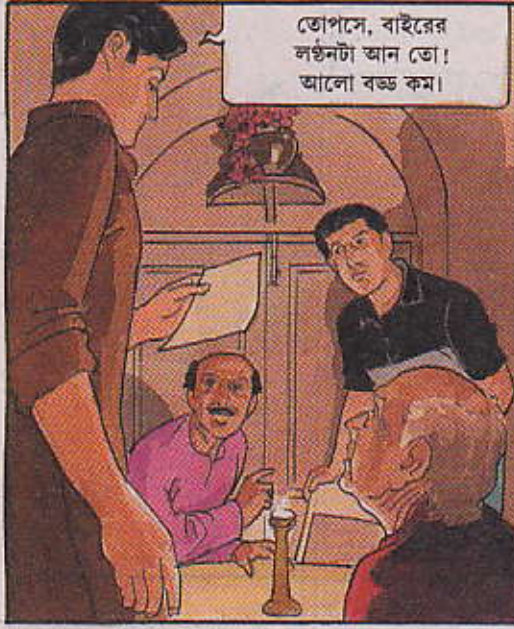
কে সে?



বাবা!



এতেই হবে।



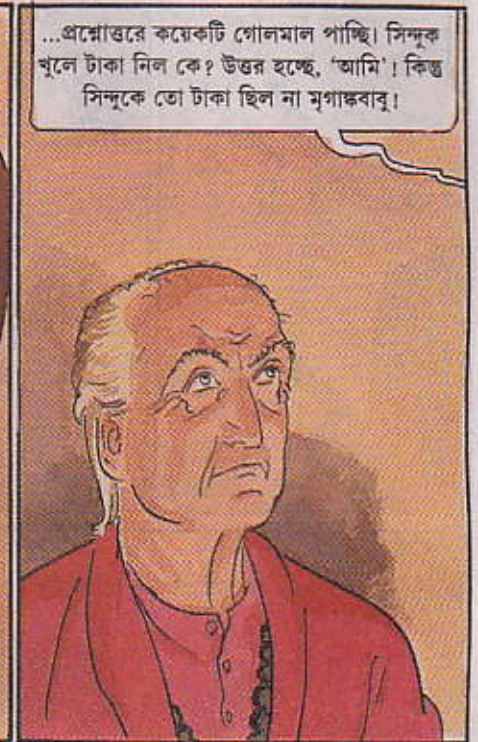
তোপসে, বাইরের
লণ্ঠনটা আন তো!
আলো বড্ড কম।



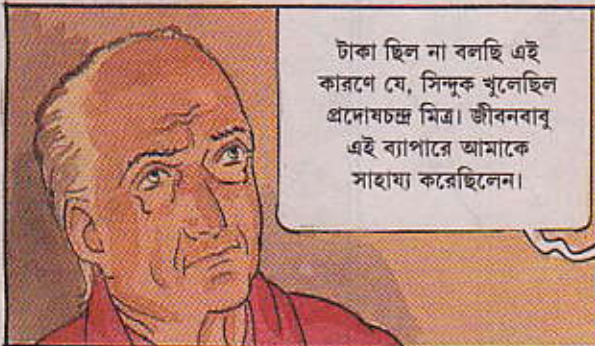
পুলিশ আসবে কেন... তুমিই বলো না...?



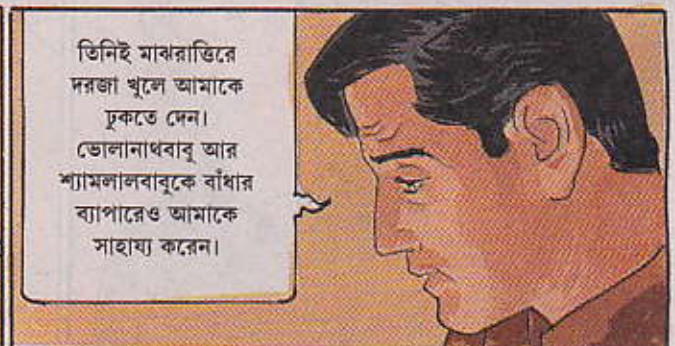
মৃগাঙ্কবাবু, আমার মনে হচ্ছে
আপনার এই আত্মাটি এখনও
ঠিক ত্রিকালজ্ঞ হয়ে উঠতে
পারেনি। কারণ...



...প্রলোভনের কয়েকটি গোলমাল পাচ্ছি। সিন্দুক
খুলে টাকা নিল কে? উত্তর হচ্ছে, 'আমি'। কিন্তু
সিন্দুকে তো টাকা ছিল না মৃগাঙ্কবাবু।



টাকা ছিল না বলছি এই
কারণে যে, সিন্দুক খুলেছিল
প্রদোষচন্দ্র মিত্র। জীবনবাবু
এই ব্যাপারে আমাকে
সাহায্য করেছিলেন।



তিনিই মাঝরাত্তিরে
দরজা খুলে আমাকে
চুকতে দেন।
ভোলানাথবাবু আর
শ্যামলালবাবুকে বাঁধার
ব্যাপারেও আমাকে
সাহায্য করেন।





টাকা রাখার উপায় কী? —সিন্দুকে
রেখো না। কোথায় রাখব? —মাটির নীচে।
কোনখানে? —বাগানে।



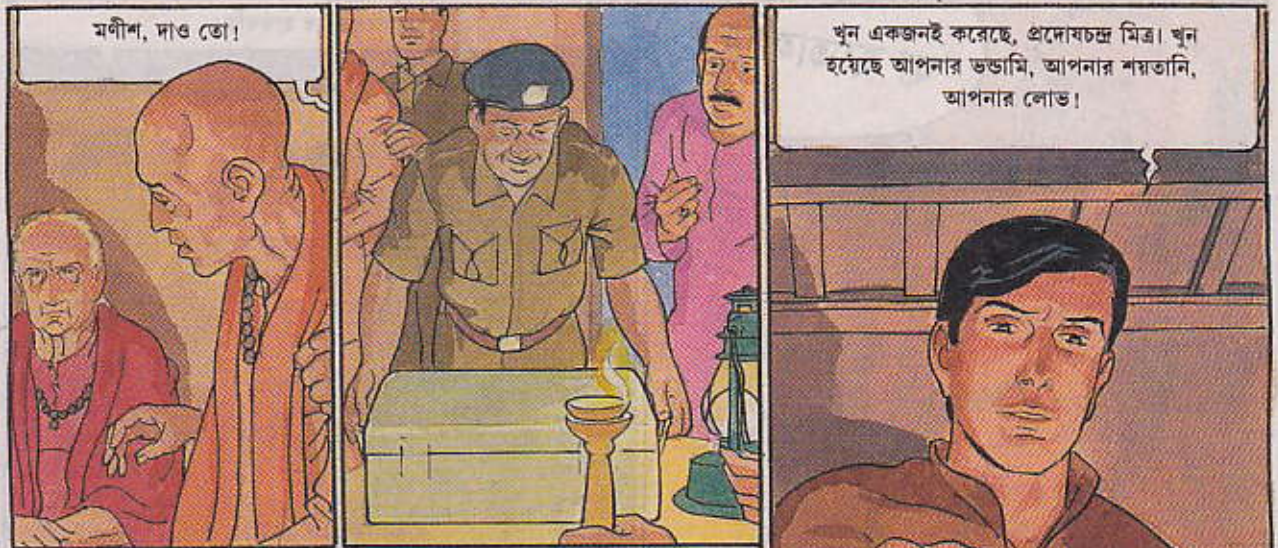
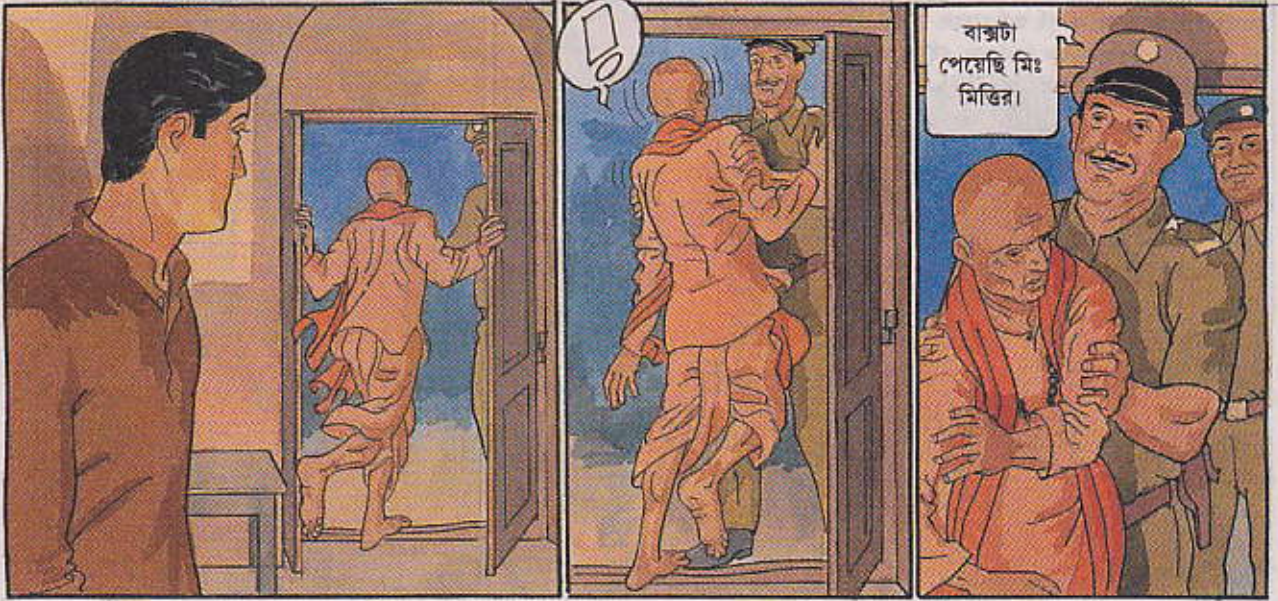
বাগানে কোথায়?
—উত্তরে।
উত্তরে কোথায়?
—আমগাছের নীচে।
কোন আমগাছ?
—দেওয়ালের
ফটিলের ধারে।



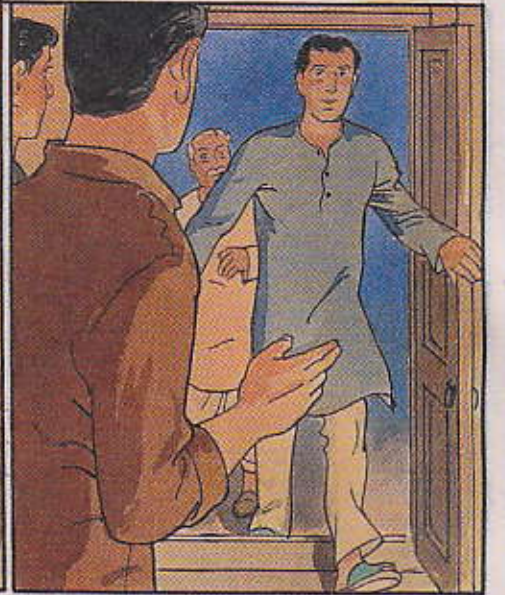
এই টাকার উপর লোভ অনেকদিনের
আপনার। বিশ্বস্ত ভোলানাথ যদিইন আছেন
তদ্বিন সিন্দুকের নাগাল পাওয়া অসম্ভব। ঠগির
গামছা... চিঠিতে সুবিধে হল না... সেই সময়
আশ্চর্য সুযোগ এসে গেল।
শ্যামলালবাবুই ডেকে পাঠালেন। বাগ-ছেলের
সাপে-নেউলে সম্পর্ক কাজে লাগিয়ে টাকার
বাক্স অবশেষে বের করিয়ে বাগানে আনান!



শ্যামলালের টাকা লুকিয়ে রাখার এই প্রাচীন পন্থা
মনঃপূত হবে, সেটা তো জানা কথা!
ভাগ্য যদি পুরোপুরি সহায় থাকত, এতদিনে টাকা নিয়ে
পালাতেন। ওর শরীর খারাপ থাকায় আপনার আদেশ
পালন করতে কয়েকদিন দেরি করে ফেলেন। আমরা
যেদিন এখানে পৌঁছই সেদিনই বিকেলে বাক্স পুঁতে
আসে শ্যামলাল।



সকলেই জানবে যে, অপূর্ব ক্ষমতাবলে একটি জীবন্ত ব্যক্তির আত্মাকে
পরলোক থেকে ডেকে এনেছেন এই ঘরে। ...আসুন জীবনবাবু!



হা হতোহস্মি!

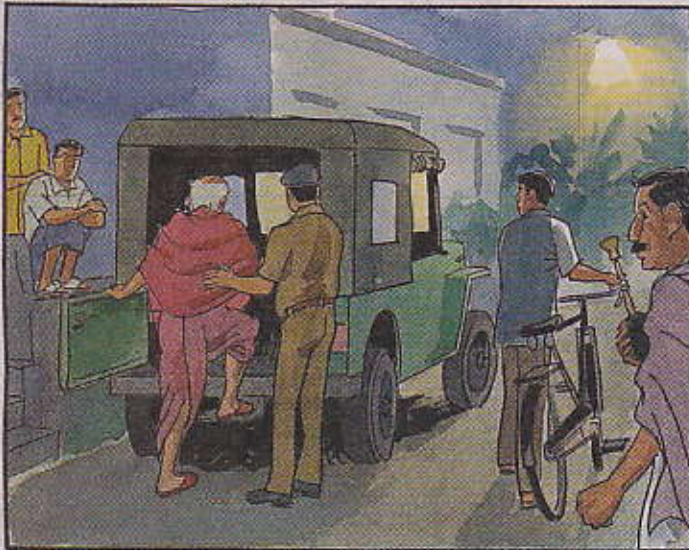


বাবাজির হাতে হাতকড়ি!



মিছিমিছি দু'টো পুকুরে জাল ফেলানেন!

জীবনবাবু খুন হয়েছে এ ধারণা সকলের
মনে বদ্ধমূল না হলে এই ভাঙামি
হাতেনাতে ধরব কী করে?



ব্যাপারটা শুধুই মুগাফবাবুকে শায়েস্তা করার জন্য
একেবারে প্রাণ করে ডাঁওতা।



আপনি বাগান থেকে উঠে গেলেন
কোথায় মশাই?

দোতলার পিছন দিকের
একটা গুদোম ঘরে।



তখনই আপনার ঠাকুরমা
আপনাকে দেখে ফেলেন!

তা হলে বাদুড়-
কালী মন্দিরে...?

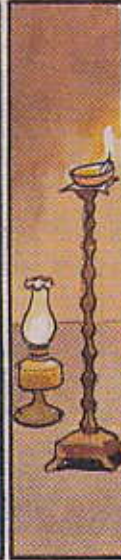


এই বৈঠকের শেষে আত্মপ্রকাশ করব বলেই
বাঁশবন দিয়ে আসছিলাম।



আমাদের দেখতে
পেয়ে ওই মন্দিরে
শুয়ে পড়লেন?

জানি রিক্সি হয়ে যাচ্ছিল! সঙ্গে বেণী থাকায়
অন্য উপায় ছিল না।
...ছেলেবেলায় মাঠে-
ঘাটে খুব কাটিয়েছি।



যাও বাবা। এটা তুমিই তুলে রেখে দাও।

